ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-29 ■ 5 November, 2024 ■ আগরতলা ৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৯ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কানাডার ব্রাম্পটনে হিন্দু মন্দিরে হামলার নিন্দা জানিয়েছেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.) ।। কানাডার ব্রাম্পটনে হিন্দু মন্দিরে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কানাডা সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে এই ধরনের হিংসামূলক কাজ ভারতের সংকল্পকে দুর্বল করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে-এ একটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমি কানাডার একটি হিন্দু মন্দিরে ইচ্ছাকৃত হামলার তীব্র নিন্দা করছি।' আমাদের কূটনীতিকদের ভয়ভীতি দেখানোর কাপুরুষোচিত প্রচেষ্টাও একইভাবে ভয়ঙ্কর। এই ধরনের সহিংসতা ভারতের সংকল্পকে কখনই দুর্বল করবে না। 'আমরা আশা করি কানাডা সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং আইনের শাসন বজায় রাখবে।'

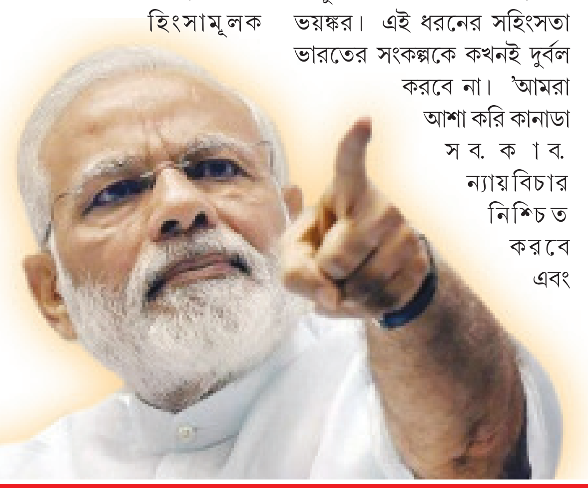

রবিবার কানাডার ব্রাম্পটনে একটি মন্দিরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে খলিস্তানপন্থী জনতার বিরুদ্ধে। মন্দিরের ভিতর ভক্তদের হেনস্থা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। রবিবারের ওই হামলার নিন্দা জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারত আশা করছে হামলার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, "আমরা ব্রাম্পটনে হিন্দু সভা মন্দিরে উগ্রপন্থী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলার নিন্দা জানাচ্ছি। কানাডার সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই ধরনের হামলা থেকে সমস্ত উপাসনাস্থলকে রক্ষা করুন। আমরা আশা করি, হামলায় জড়িতদের শাস্তি দেওয়া হবে। কানাডায় থাকা ভারতীয়দের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।" কানাডায় অবস্থিত ভারতীয়দের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ওই মন্দিরের বাইরেই শিবির খুলেছিল ভারতীয় উপদূতাবাস। সেখানেও খলিস্তানপন্থীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই ধরনের হামলা চালিয়ে, ভয় দেখিয়ে উপদূতাবাসের আধিকারিকদের থামানো যাবে না।রবিবার ব্রাম্পটনে হিন্দু সভা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বেশ কয়েক জন ভক্ত। ওই সময় মন্দিরের সামনে ভারতে ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী হিংসার প্রতিবাদে অবস্থানে বসেছিলেন খলিস্তানপন্থী কয়েক জন। তাঁদের হাতে ছিল খলিস্তানপন্থী সংগঠনের পতাকা, লাঠি। অভিযোগ, ভক্তেরা মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁদের উপরে চড়াও হয় খলিস্তানপন্থী জনতা। মারধরের হাত থেকে মহিলা এবং শিশুরাও রেহাই পায়নি বলে অভিযোগ।মন্দিরে হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, "হিন্দু সভা মন্দিরে হিংসার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। কানাডার প্রতিটি মানুষের অবাধে এবং নিরাপদে ধর্মাচরণ করার অধিকার রয়েছে।" খলিস্তানিপন্থী নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যার পর থেকেই কানাডা এবং ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের 'ভূমিকা' রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ট্রুডো। যদিও ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপড়েন আবহেই কানাডায় দীপাবলি পালন করতে দেখা গিয়েছে ট্রুডোকে।

ঘরে ঘরে রোজগার সৃষ্টি করাই সরকারের লক্ষ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। আমরা চাই ঘরে ঘরে রোজগার সৃষ্টি করতে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। পাবিয়াছড়া বাজারে আজ নবনির্মিত কৃষি পণ্যের বাজারের উদ্বোধন করে কথাগুলো বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, সরকারের সদিচ্ছা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে গত ৬ বছরে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি কৃষক সহ সাধারণ মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মী রতনলাল নাথ আজ কুমারঘাটে দু'টি নির্মাণ কাজের উদ্বোধন ও একটি নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করেন। এরমধ্যে পাবিয়াছড়া বাজারে কৃষি পণ্যের বাজার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, কৃষি উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া কুমারঘাটে হর্টিকালচারের উপঅধিকর্তার কার্যালয় নির্মাণে ব্যয় হবে ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। উদ্বোধন ও শিলান্যাসের সময় মন্ত্রী রতনলাল নাথের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।
উদ্বোধন ও শিলান্যাস উপলক্ষে পাবিয়াছড়া বাজার শেডে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কৃষকদের সম্মান করা ও তাদের জন্য সুযোগ সম্পসারণ করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। সেই দিকে নজর দেওয়া ছাড়াও মানুষের রোজগার বাড়ানো ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫২ হাজার। গত বছর আবাসন প্রকল্পে গ্রামে ও শহরে ঘর পেয়েছে ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার পরিবার। তিনি বলেন, সরকার চাইছে কোন জমি যাতে অনাবাদি না পরে থাকে।

পুলিশে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজ্য পুলিশে মাঝারি স্তরে রদবদল ঘটানো হয়েছে। মোট ১১ জন পুলিশ আধিকারীককে অদল বদল করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাইকে। ধলাই জেলার পুলিশ সুপার হবেন, সাইবার ক্রাইমের এস পি, মিহির লাল দাস। এছাড়া কয়েক জন ডিএসপি এবং এসডিপিও পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারীকের বদলিও রয়েছে এই তালিকায়। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগ থেকে গতকাল এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা এবং বিধায়ক গোপাল রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উন্নততর, ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত এলাকার বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।
এদিন রামঠাকুর ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে রেলিটি শুরু হয়ে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তারা বলেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের এবং দেশের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা সেই প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে, সোমবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে সংহতি পদযাত্রার আয়োজন করে সুরমা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐক্যবদ্ধ এবং প্রগতিশীল ও উন্নয়নশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে সোমবার কমলপুর মহকুমার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে সুরমা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি পদযাত্রার আয়োজন করে। এদিন, সংহতি পদযাত্রা শুরু হয় সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছড়া বাজার থেকে। এতে প্রচুর কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এরপর সোনারায়, ছোটসুরমা, কার্তিক গ্রাম গ্রামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মরাছড়া হয়ে লালছড়ি গ্রামে সমাপ্ত হয়।মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন সুরমা প্রদেশ কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি রতন চন্দ, ধলাই জেলার প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি চেয়ারম্যান রবীন্দ্র বিশ্বাস, কমলপুর পিসিসি সদস্য মানিক ভট্টাচার্য্য, ধলাই জেলার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অনিল দাস প্রমুখ। সংহতি পদযাত্রা বিষয়ে সুরমা বিধানসভার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রতন চন্দ বলেন, সংহতি পদযাত্রার উদ্দেশ্য হল - রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা রাজ্যে জাতি দাঙ্গা, ধর্ম নিয়ে হানাহানি, বর্ন নিয়ে হানাহানি হয়েছে। কিছুদিন আগে ধর্মনগর, পানিসাগর হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় কয়েকজন প্রান হারিয়েছে। গন্ডাছড়ায় জাতি দাঙ্গায় বহু বাড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। জাতি দাঙ্গা, হিংসা হানাহানি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সুরমা বিধানসভার প্রদেশ কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা।

ভাসানকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত একাধিক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ভাসানকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত বেশ কয়েকজন মহিলা। পরবর্তী সময়ে আহতরা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, রাধানগর স্থিত রাধামাধব মন্দির সংলগ্ন আবাসনের মহিলারা মিলে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ কালী পূজোর আয়োজন করছেন। কিন্তু এবছর

মামলা

আবাসনে পিছনে নতুন করে কালী পূজার আয়োজন করেছেন কিছু লোক। গতকাল কালীর পূজোর ভাসানকে ঘিরে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। আহত বেশ কয়েকজন মহিলা আহত হয়েছেন। তাদের অভিযোগ, ওই কালী পূজের উদ্যোক্তারা কালী মায়ের ভাসানকে কেন্দ্র করে তাদের উপর সঙ্গ বদ্ধ আক্রমন চালিয়েছেন। এবিষয়ে রাধামাধব ক্লাবের সদস্যদের জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেন।

বিশিষ্ট ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা: সজল দেববর্মা প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজ্যের বিশিষ্ট ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা সজল দেববর্মা পরলোক গমন করেছেন। কোলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার ভোর ৪টা ২০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। সম্প্রতি তাঁর দূরারোগ্য ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। ডা সজল দেববর্মা আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠার দিন থেকে মেডিসিন বিভাগে সিনিয়র রেসিডেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় রাজ্যবাসীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছেন। সোমবার সকালে আগরতলায় তাঁর অকাল মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চিকিৎসক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।
প্রয়াত ডা সজল দেববর্মা আজীবন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রায় ৪ কোটির ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৪ নভেম্বর।। ফের প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার রাত্রি সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে তল্লাশিতে পানিসাগর নাকা পয়েন্টে একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে ৭৫০ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করাহয়। গাড়ির চালক রতন নম সূদ্র(২৮) পিতা পিন্টু নম শূদ্রকেও আটক করেছে পুলিশ।
তার বাড়ি লোয়াইরপোয়া, করিকাই,আট নং ওয়ার্ড এলাকায়। ইয়াবা কান্ডে অভিযুক্ত মেহেবুব আলম(৩০)লোয়াইরপোয়া, জালালনগর এর বাসিন্দা এখন পলাতক। আটককৃত ইয়াবার আনুমানিক কালো বাজার মূল্য ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পানিসাগর থানার ওসি এস ভট্টাচার্য্য। মুখ্যমন্ত্রীর নেশা বিরোধী যে আন্দোলন রয়েছে তার অঙ্গ হিসেবে এই সাফল্য বলে বর্ণনা করেন পানিসাগর থানার মহকুমা আধিকারিক সৌম্য ব্রত দেববর্মা।

জিবিতে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ফের জিবি হাসপাতালে ছিনতাই ঘটনা সামনে এসেছে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা এক ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। এবিষয়ে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ এক ব্যক্তি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া জন্য গিয়েছিলেন। টিকিট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবসায় তাঁর পকেট থেকে ৫০০০ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে আশপাশের লোকজন জড়ে হয়েছে কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি। ওই ঘটনায় মুহুর্তে মধ্যে হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

চাকরির দাবিতে আবারও সরব টেট উত্তীর্ণ বেকাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। অতি সত্বর নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণ বেকাররা আবারও সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকট থাকা সত্বেও রাজ্য সরকার নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে না। ফলে, টেট উত্তীর্ণ হয়ে দুই বছর ধরে চাকুরীর আশায় আমরা বসে রয়েছি। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে টেট উত্তীর্ণ বেকাররা নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের বিষয়ে দফতর নিরবতা অবলম্বন করে চলেছে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট থাকা সত্বেও নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে, বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাঁরা হতাশার সুরে বলেন, নিয়োগের দাবিতে বহুবার আওয়াজ তুলেও নিরাশা হাতে এসেছে।
তাঁদের বক্তব্য, ইতিপূর্বে নিয়োগের দাবিতে বেশ কয়েকবার টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে আর্জি জানানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু, সাক্ষাতের অনুমতি মিলেনি। তাই, অসহায়ের মতো চাকুরীর অপেক্ষায় প্রহর গুণে চলেছি।
তাঁদের দাবি, টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছেন, সরকারের সম্মতির অপেক্ষায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে সরকারের সবুজ সংকেত মিললেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাই, তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন, অতি সত্তর শিক্ষক নিয়োগে প্রক্রিয়া শুরু করা হোক।

অপহৃত যুবতীকে উদ্ধারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। কলেজ ছাত্রী অপহরণের অভিযোগে আবারো সরব হলেন কলমচৌড়া এলাকাবাসী। সোমবার বিশালগড় এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। ২২ অক্টোবর এক মুসলমান ছেলের সাথে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু মেয়েকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে বক্সনগর থেকে বিশালগড় যাওয়ার সড়ক অবরোধ করে মানিক্যনগর এলাকার জনগণ।
ইতিপূর্বেও ছাত্রীকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে থানা চত্বরে ঘেরাও করেছিল স্থানীয় জনগণ। পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং কলেজ ছাত্রী উদ্ধার না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু, এতটা দিন পেরিয়ে গেলেও মেয়েকে খোঁজে পায় নি পুলিশ। স্থানীয় মানুষ চাইছেন পুলিশ তৎপর হয়ে মেয়েকে খোঁজে আনুক। কিন্তু এখনো মেয়েকে ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না তারা। তাই, আজ কলেজ ছাত্রীকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছে মানিক্যনগর এলাকার জনগণ।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মানিক্যনগর এলাকার জনগণের দাবি যে কোন মূল্যে মেয়েকে যেন ফিরিয়ে আনা হয়। নয়তো রাস্তা অবরোধ তুলবেননা বলেও জানিয়েছেন অবরোধকারীরা।
ঘটনার খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং জনগণের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। অবরোধকারীরা জানায়, পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে কিছুই করতে না পেরে পুলিশ আরো সাত দিন সময় তাদের থেকে চেয়ে নিয়েছিল।
এদিকে অবরোধের ফলে সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। এর ফলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।
অবরোধকারীরা পুলিশের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি বলে অভিযোগ তুলেন। পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ মুক্ত হয়।

অবৈধভাবে বাজারে বাংলাদেশের ভোজ্য তেল বিক্রির অভিযোগে দোকানে তালা দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। প্রসাশনকে ঘুমে রেখে অবৈধভাবে বাজারে বাংলাদেশের ভোজ্য তেল বিক্রি করা হচ্ছে। আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে সদর মহকুমা এনফোর্সমেন্ট টিমের অভিযানে এমনটাই তথ্য উঠে এসেছে।
এদিন ফুড কন্টোলার প্রদীপ ভৌমিক জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে সদর মহাকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তরের খবর আসে মহারাজগঞ্জে অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভোজ্য তেল বিক্রি করা হচ্ছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ বাজারের ব্যবসায়ী সৈকত পালের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আধিকারিকরা প্রচুর পরিমাণ বাংলাদেশের ভোজ্য তেল উদ্ধার করে। দোকান মালিককে প্রয়োজনীয় নথিপথ দেখাতে পারেন নি। তাই দোকানটি সামরিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৫ নভেম্বর ২০২৪ ইং
১৯ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কৃষি জমি কমিতেছে

সাড়া বিশ্বজুরিয়া যোগ্য জমি ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। চাষযোগ্য জমি কমিয়া যাওয়ার ফলে ফসল উৎপাদন ক্রমশ কমিতেছে। অপরদিকে জনসংখ্যা জনবিস্ফোরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমশ বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমশ বাড়িতেই। উষ্ণায়নের ফলে কৃষি জমিতে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমিতেছে। জনবসতি বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। তাহাতে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ১২৬টি দেশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখিয়া এই প্রথম ইউএনসিসিডি খরা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া আসিয়াছে এই উদ্বেগজনক চিত্র। বলা হইয়াছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে খরার জেরে ৩৬ শতাংশের বেশি চাষযোগ্য জমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ভারতে। শুধু ২০১৯ সালেই ৩ কোটি ৫১ লক্ষ হেক্টর জমির গুণমান নষ্ট হইয়াছিল। পরিমাণের দিক দিয়া যাহা ভারতের মোট কৃষিজমির ৯.৪৫ শতাংশ।বিশ্বের চিত্রটি আরও ভয়াবহ। রিপোর্টে বলা

হইয়াছে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে প্রতি বছর বিশ্বে ১০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় গ্রিনল্যান্ডের সমান আয়তনের কৃষিজমি হারাইয়াছে গোটা বিশ্ব। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই এটা ঘটিয়াছে। তবে পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বেশি চাষযোগ্য জমি খুইয়াছে। চার বছরে খরার জেরে প্রায় ২০ শতাংশ জমি হারাইয়াছে বিশ্বের এই অংশ। খরার জেরে কৃষিজমি কমায় বিশ্বের ৪.৭ শতাংশ মানুষর খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উদ্বেগের আরও কারণ রহিয়াছে। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইভাবে কৃষিজমি কমিতে থাকিলে মানব সভ্যতার শিয়রে শমন অবস্থা হইবে। বলা হইয়াছে, জমি হারানোর এই প্রবণতা চলিতে থাকিলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইতে হইবে। জনক সংখ্যানুপাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন বজায় রাখিতে হইলে আমাদেরকে পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য আরো সচেতন হইতে হইবে। পরিবেশের উপর নির্বিচারে অত্যাচার অব্যাহত রাখিলে উষ্ণায়ন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইবে। বৃষ্টিপাত হ্রাস পাইবে। বিশ্বের সর্বত্র খরা পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করিবে। খোরার কবলে পরিয়া ফসল উৎপাদন আরো কমিয়া যাইবে। একদিকে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে চাহিদা মত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না হইলে দেশে এবং সারা বিশ্ব জুড়িয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। অতএব সাধু সাবধান। সময় থাকিতে প্রত্যেককে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

হাথরাসে পুড়ে ছাই ডবল ডেকার বাস, কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

হাথরাস, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাথরাস জেলায় আগুন ধরে গেল একটি চলন্ত ডাবল ডেকার বাসে। বাসটি কার্যত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুনের আতঙ্কে প্রাণ বাঁচাতে বাস থেকে লাফিয়ে পড়েন যাত্রীরা। কোনওক্রমে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। বাসটি দিল্লি থেকে বিহারের সুপৌলের দিকে যাচ্ছিল। হাথরাসের মিধাভালি গ্রামের কাছে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে এসে হঠাৎই সেটিতে আগুন লেগে যায়। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসের ছাদে রাখা লাগেজ থেকে কোনওক্রমে আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে বাস থামিয়ে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচায় যাত্রীরা। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ বাহিনী। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব বয়। তবে, বাসটি কার্যত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের, ক্যানিংয়ে সালিশি সভায় চার মহিলাকে পঞ্চায়েত সদস্যের সামনেই মারধরের অভিযোগ

ক্যানিং, ৪ নভেম্বর (হি.স.): সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে চার মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ভাই ও ভাইপোদের বিরুদ্ধে। সালিশি সভায় হামলার অভিযোগ। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বকরাবনি গ্রামে। আহত মহিলাদের নাম ছায়রা মোল্লা, আশুরা মোল্লা, মোমেনা মোল্লা ও আমিনা মোল্লা। বাবার সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এই চার বোনের সঙ্গে বিবাদ বাঁধে আজহারউদ্দিন মোল্লা, রেজ্জাক মোল্লা, হেচামুদ্দিন মোল্লা নামে ওই মহিলাদের ভাইদের সঙ্গে। সমস্যা মেটাতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রমজান মোল্লা রবিবার বিকেলে এলাকায় সালিশি সভা ডাকেন। অভিযোগ সেই সালিশি সভাতেই পঞ্চায়েত সদস্যের সামনেই ভাই ও ভাইপোরা মারধর করেন এই চার বোনকে। পঞ্চায়েত সদস্যের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের রবিবার রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উত্তরাখণ্ডের আলমোরায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ২৩, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

আলমোরা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জন যাত্রীর, এছাড়াও আরও ২০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে অন্ততপক্ষে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'একটি বাস গভীর খাদে পড়ে গিয়ে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে অবিলম্বে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল অফিসারকে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িতদের সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কোনও গাফিলতি থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের অগ্রাধিকার হল আহতদের চিকিৎসা দেওয়া।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি নৈনিদান্দার কিনাথ থেকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। বাসটির রামনগর যাওয়ার কথা ছিল। সোমবার সকালে পাউরি-আলমোরা সীমানায় রামনগরের কুপির কাছে খাদে পড়ে যায় গাড়ওয়াল মোটরস ইউজার্স-এর ওই বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্ঘটনার ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত করার জন্য কুমায়ুন বিভাগের কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঐক্যের সন্ধান

আহমাদ মোস্তফা কামাল

বাঙালিদের যাঁরা অন্তত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, তাঁরা সবাই জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন। শুধু শুনেছেন বললে কম বলা হয়, বিজ্ঞানী বলতে বাঙালির মানসপটে প্রথম যাঁর ছবি ভেসে ওঠে, তিনি জগদীশচন্দ্র। এ এক বিরল ঘটনা। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানী তিনি একাই নন, বাঙালিদের মধ্যেও আরও অনেক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী এসেছেন, তবু তাঁর নামটিই কেন সবার আগে মনে আসে? বিজ্ঞানী হিসেবে এ রকম বিরল খ্যাতি লাভ করা, অন্তত বাঙালিদের মধ্যে সহজ কথা নয় তো! এবং এ-ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাঁর কাজের পরিধি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে তেমন ধারণা না থাকলেও শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই জানেন, জগদীশ বসুর প্রধান আবিষ্কারগাছেরও প্রাণ আছে! (বিষয়টা পুরোপুরি ঠিক নয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে এই লেখায়)। তাঁর কাজের পরিধি যে অনেক ব্যাপক ও গভীর, সে কথা খুব বেশি মানুষ জানেন বলে মনে হয় না। না জানার কারণও পরিষ্কার। তাঁর বিজ্ঞানজীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাজই এখন পর্যন্ত ব্যাখ্যাতীত এক রহস্যময়তায় ভরা, না বোঝার ফলে যা দূরবর্তী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা একটু পরই বিস্তারিত কথা বলব এবং এই লেখার মূল বিষয়বস্তু ওটাই।

২

তাঁর বিজ্ঞানজীবনের তিনটি পর্ব। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত প্রধানত পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা ও তার ফলাফল প্রকাশ করেছেন তিনি। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন। আর সেখান থেকেই জড় ও জীবের আচরণের ঐক্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বাকি জীবন কাটে উদ্ভিদ—জগৎ নিয়ে। যাহোক, ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮মোটামুটি তিন বছরে তাঁর ১৩টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়! এত অল্প সময়ে মৌলিক কাজ নিয়ে এতগুলো উন্নত মানের গবেষণা প্রবন্ধ সত্যিই অবিশ্বাস্য। বোঝাই যায়, প্রস্তুতিপর্বটি তিনি গোপনেই সেরে রেখেছিলেন! যাহোক, এই সময়ই তিনি তারবিহীন বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ (জনপ্রিয় নাম 'বেতারবার্তা') প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র প্রস্তুত, এদের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা ও এর প্রদর্শনী করে দেখান। তাঁর আগেও কাজটি ইউরোপে করেছিলেন বিজ্ঞানী রুডলফ হার্জ। কিন্তু জগদীশ বসুর কাজ যে পশ্চিমেও ব্যাপক সাড়া ফেলে, তুমুলভাবে সংবর্ধিত ও বিপুলভাবে গৃহীত হয়, তার কারণ, তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা এবং কলাকৌশলের নিপুণতা। বিষয়টি একটু জটিল বলে সে আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু বলা যায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (আজকাল যাকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়) তরঙ্গ উতাদন, প্রেরণ ও গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন তিনি, যা এর আগে পৃথিবীতে কেউ করে উঠতে পারেননি। সেই অর্থে তিনি ভারতীয় পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার জনকও বটে। আজকের সলিড স্টেট ফিজিকস বলে পদার্থবিদ্যার যে শাখা বিশ্বজুড়ে চর্চিত হচ্ছে, তার শুরু হয়েছিল জগদীশের এসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়েই।

তারবিহীন বার্তা প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের (জনপ্রিয় নাম রেডিও ট্রান্সমিটার ও রেডিও রিসিভার) কৃতিত্ব অবশ্য পেয়েছিলেন গুগলিয়েলমো মার্কনি, যদিও তিনি জগদীশ বসুর পূর্ববর্তী ছিলেন না, ছিলেন পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী। কাজটির জন্য মার্কনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯০৯ সালে, যদিও তা প্রাপ্য ছিল জগদীশ বসুরই বা যৌথভাবে দুজনেরই। জগদীশ বসু অবশ্য এ নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। এমনকি তিনি যে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে আদৌ ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন না, তার প্রমাণ মেলে নিজের উদ্ভাবিত বেতারবার্তা প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের পেটেন্টগ্রহণে তাঁর অনীহা ও অস্বীকৃতি থেকে। তিনি পেটেন্ট করিয়ে নিলে স্বীকৃতিটা প্রথমত তাঁকেই দিতে হতো, মার্কনিকে নয়।

তাঁর এসব গবেষণার বহুমাত্রিক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন আজকের সলিড স্টেট ফিজিকস বলে পদার্থবিদ্যার যে শাখা বিশ্বজুড়ে চর্চিত হচ্ছে, তার শুরু হয়েছিল জগদীশের এসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়েই। (অর্থাৎ জগদীশ বসুর আবিষ্কার ছিল অতি ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীকালে সলিড স্টেট ফিজিকসের বিকাশে সাহায্য করেছিল।) সেমিকন্ডাক্টর ফিজিকস বা অর্ধপরিবাহী বিজ্ঞানের যাত্রাও তাঁর হাতেই শুরু (সিসার এক যৌগ, নাম গ্যালেনা, সেটিকেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবাহীর গুণসম্পন্ন হিসেবে। যদিও তখন পর্যন্ত এটাই জানা ছিল যে কেবল ধাতুই পরিবাহীর গুণ ধারণ করে, অন্য কিছু নয়!) এত এত নতুন আবিষ্কারকেও তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কারণ, কাজগুলো করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজ হাতে নির্মিত যন্ত্রপাতির মধ্যে যেসব অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করেন, তা তাঁকে নিয়ে যায় এক মরমি জগতে। আর তাই ১৯০১ সালে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে তিনি যে বক্তব্য দেন, তার প্রধান অংশজুড়ে তাঁর অসামান্য আবিষ্কারগুলো থাকে না; বরং থাকে এই মরমি ভাববাদ। তিনি লক্ষ করেছিলেন, গ্রাহকযন্ত্র বারবার ব্যবহার করলে তার প্রতিক্রিয়া শ্লথ হয়ে যায়, যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে; আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেলে আগের মতোই সক্রিয় হয়ে ওঠে। জড় পদার্থ, জীব ও উদ্ভিদ ব্যবহার করে তিনি পরীক্ষাগুলো চালাতে থাকেন, এই আরোগ্যকালও নির্ধারণ করেন এবং স্বনির্মিত আরেক ধরনের যন্ত্রে তিনি এই সাড়া লিপিবদ্ধ করেন! তিনি দেখতে পান, জড় পদার্থ বা উদ্ভিদের সাড়ালিপি হুবহু প্রাণীর মাংসপেশির সাড়ালিপির মতোই। আর এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে যে জড় ও জীবের মধ্যে একটা ঐক্য আছে বা তারা আসলে একই অরিজিনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। (গাছের প্রাণ আছেএ কথা তিনি কোথাও বলেননি; বলেছেন তাদের সাড়ালিপি জীবের মতোই, অতএব তাদের অনুভূতিও জীবের মতো। আর এ কথাই জনপ্রিয়ভাবে প্রচারিত হয়েছে 'গাছের প্রাণ আছে' বাক্য দিয়ে!) তাঁর এই ভাববাদী অবস্থানের পেছনে নিশ্চয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ছিল। কারণ, উপনিষদ বলে, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং' (এই যা কিছু জগৎ, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান)। এই প্রভাব যে ছিল, তার প্রমাণও মেলে পূর্বোক্ত বক্তৃতায়, যার শেষ কথা ছিল তিনি হাজার বছর আগে গঙ্গার তীরে বসবাস করা তাঁর পূর্বপুরুষের ভাবনাজগতের বিবরণ, অর্থাৎ উপনিষদের প্রসঙ্গ।

৩

পদার্থবিজ্ঞানের কাঠখোট্টা পরীক্ষণ ও গবেষণা করতে করতেই তিনি প্রবেশ করেন এক মরমি দার্শনিক জগতে। তাঁর পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো চলতে থাকে এই দর্শনকে কেন্দ্রে রেখেই। তাঁর পরবর্তীকালের কাজগুলো পশ্চিমারা গ্রহণ করেনি। সত্যি বলতে কী, তারা সেগুলো বুঝতেই পারেনি। বুঝতে হলে যে ভারতীয় দর্শনটাকে আগে বুঝে নিতে

বহুকালের চর্চিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু হাল ছাড়েননি, অসামান্য দৃঢ়তায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চার পার্থক্য।

হবে! বোঝা যাচ্ছে যে জগদীশচন্দ্র বসু মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিপার্শ্বের সম্পর্কগুলো বুঝতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর গবেষণাগুলো মানবেতিহাসে সূচনা করেছিল এক নতুন অধ্যায়ের। দুঃখজনক হলেও সত্যি, জগদীশ প্রবর্তিত এই ধারা পরবর্তীকালে আর অনুসরণ করা হয়নি। আসলে তাঁর সমকালে (এবং পরবর্তীকালেও) কেউ তাঁকে বুঝতেই পারেননি। দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তাঁর ধারায় তিনিই প্রথম ও শেষ বিজ্ঞানী। তাঁর কোনো পূর্বসূরি নেই। তাঁর পরবর্তী গবেষণার মূল কেন্দ্রে ছিল উদ্ভিদ—জগৎ। একজন পদার্থবিদের পক্ষে উদ্ভিদবিদ্যার এসব খুঁটিনাটি কীভাবে বোঝা সম্ভব? কিংবা একজন উদ্ভিদবিদই—বা কীভাবে বুঝবেন পদার্থবিদ্যার এত সব জটিল তত্ত্ব? অথচ জগদীশচন্দ্র বসু করতে চেয়েছিলেন এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। তাঁকে না বুঝতে পারার এটিও এক বড় কারণ।

যাহোক, তাঁর নিজের লেখা একমাত্র বাংলা গ্রন্থ অব্যক্ত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে হয়তো তাঁর মানসজগৎটাকে খানিকটা বোঝা যাবে। বৃক্ষজগৎকে তিনি কীভাবে ভালোবেসেছিলেন, তা নিজেই লিখে রেখে গেছেন।

'আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি- খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীট- পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাহাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, যাহা আগে পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগেরও সর্বদা ব্যস্ততা আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র।'মনে হয় গাছ নয়, মানুষ সম্বন্ধেই কথা বলছেন তিনি!

গবেষণাগারে বিজ্ঞানী জগদীশ বসু আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী নন। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, ওই জড় যন্ত্রগুলোও মানুষের মতোই ক্লান্ত হয়, বিশ্রামে সেই ক্লান্তি দূরও হয়, যেন ওই যন্ত্রের মধ্যেও প্রাণের সাড়া আছে। এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে জড়জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। তখন পর্যন্ত গাছকেও জড় বস্তু বলেই গণ্য করা হতো। তিনি একই সঙ্গে দুই দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন, আর এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে পরিমাপ করেছিলেন জড় বস্তু ও বৃক্ষের সংবেদনশীলতা এবং দেখেছিলেন এই সংবেদনশীলতা মানুষের সংবেদনশীলতার হুবহু প্রতিরূপ। গাছকে তিনি দেখেছিলেন প্রাণসম্পন্ন স্বতন্ত্র এক সত্তা হিসেবে, যার ইতিহাস মানুষের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, যদি না গাছ নিজে তার অনুমোদন দেয়! গাছের ইতিহাস বুঝতে হলে গাছের কাছেই যেতে হবে এবং এই ইতিহাস বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হতে হবে। মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে গাছের ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে ভুল হবে। কারণ, 'মানুষ তাহার স্বতঃপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়'এ কথা বলে তিনি মানবেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। 'আমাদের মূক সঙ্গী' গাছকে তিনি দেখেছিলেন গভীর মমতার চোখ দিয়ে।

'ঘর হইতে বাহির হইলেই চারিদিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ।...চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে...কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

'গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল ও বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোনো হাত থাকিবে না; কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।' এবং গাছের সামান্য একটি শাখা বা ফুল বা পাতা যে কেবল বর্তমানেরই নয়; বরং সহস্র বছরের ইতিহাস বহন করছে, সেই কথাও বললেন প্রথমবারের মতো। এমনকি গাছের মৃত্যুবর্ণনাও তাঁর হাতে যেকোনো মানুষের মৃত্যুর বর্ণনার মতোই হৃদয়স্পর্শী ও মর্মভেদী হয়ে উঠল।

'প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বতর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে...

প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে আজীবন নিজেকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন যিনি, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান' করেছিলেন যিনি, তাঁকেই প্রকৃতি উপহার দিয়েছিল অকৃত্রিম নিঃসঙ্গতা। 'পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে, যখন কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির, স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছ তাহার উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়।'

বহুকালের চর্চিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু হাল ছাড়েননি, অসামান্য দৃঢ়তায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চার পার্থক্য। আর পরিশেষে তিনি দেখেছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বহুবিধ শাখা প্রসারিত হয়েছে, তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আসলে একটিইজীবন ও পৃথিবীর রহস্য অনুসন্ধান; বহুত্বের মধ্যে 'এক'-এর সন্ধান। 'পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।...অপর দিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে।...

'এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, তাহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে সচেতনভাবে তাহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্রে মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খ খ হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেই জন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।...

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এইকবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটিকে উপেক্ষা করেন না।...

'এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।' হায়, প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে আজীবন নিজেকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন যিনি, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান' করেছিলেন যিনি, তাঁকেই প্রকৃতি উপহার দিয়েছিল অকৃত্রিম নিঃসঙ্গতা। শেষ জীবনে কারও সঙ্গেই কথা বলতেন না তিনি, কথা বলার মানুষই ছিল না আসলে!

আমি-তুমি'তেই তাঁদের জীবন পূর্ণতা পেয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদন।। আমাদের সমাজে একটা ধারণা আছে, সন্তান হল বন্ধনের মতো। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী'র জীবনে সন্তানের আগমন সংসারে পূর্ণতা আনে। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। সত্যিই ফুটফুটে একটা খুদের আবির্ভাব অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। সংসারিক জীবনের যে ফাটলগুলো হয়তো সকলের আড়ালে বেড়েই চলছিল, সেগুলোতে কিছু দিনের জন্য হলেও একটা প্রলেপ পড়ে।

সেই জন্যই একটা সন্তান পাওয়ার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন সন্তানহীন দম্পতি।

এটা যেমন একটা দিক, ঠিক এর অন্য আর একটা দিকও আছে। সন্তানের জন্ম না দেওয়ার ইচ্ছে। কোনও শারীরিক-আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থেকে নয়, দম্পতি এখানে স্বেচ্ছায় সন্তানহীন থাকতে চান। গবেষণা দেখিয়েছে, বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছায় সন্তানহীন থাকার প্রবণতা বাড়ছে। ২০০৮ সালে আমেরিকার এক সমীক্ষা দেখিয়েছিল, সে দেশে ৪৪ বছরের নীচে থাকা মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশ বেশি। ভারতীয় সমাজে এখনও হয়তো এঁদের সংখ্যা খুব চোখের পড়ার মতো নয়। কিন্তু এটাও ঠিক, শহুরে, মূলত শিক্ষিত, কেরিয়ার-মনস্কদের মধ্যে অনেকেই সন্তানহীন থাকতে চাইছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে বিয়ে, তার পর একটি বা দু'টি সন্তান এই প্রচলিত ধ্যানধারণা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। এঁদের বলা হচ্ছে "ডিঙ্ক", অর্থাৎ "ডুয়াল ইনকাম নো কিড"। কেন এই মানসিকতা, সমাজের উপর এই মানসিকতার প্রভাব আগামী দিনে কী হতে চলেছে, এ সব নিয়েই কথা বললেন বিশেষজ্ঞরা।

না-চাওয়া কেন

স্বাধীন ভাবে কোনও পিছুটান ছাড়াই বাঁচতে চাওয়া, মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি, আর্থিক অনিশ্চয়তার ভয়, "এই বিশ্বে ক্রমশ বাড়তে থাকা জনসংখ্যাকে আর না-বাড়ানো'-র মতো তত্ত্বে বিশ্বাস প্রভৃতি হরেক কারণ লুকিয়ে থাকে এই সিদ্ধান্তের পিছনে। ব্যক্তিবিশেষে কারণগুলিও বদলে যায়। পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট পায়েল ঘোষ যেমন বলছেন, এই প্রবণতার পিছনে লুকিয়ে থাকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তিন মানসিকতার কথা। "যেমন, অনেকেই আছেন যাঁদের শৈশবে অনেক না পাওয়ার দুঃখ আছে। হয়তো কারও মা-বাবা দু'জনেই চাকরি করতেন বলে তাঁরা সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেননি। ফলে, শিশুকাল জুড়ে তাঁদের একাকিত্ব কুরে কুরে খেয়েছে, রাগ-অভিমান জানানোর মতো কাউকে পাশে পাননি। আবার অনেকে হয়তো গার্হস্থ্য অশান্তি, হিংসা দেখে বড় হয়েছেন। ফলে, পরবর্তী জীবনেও এই ট্রমাগুলো থেকে তাঁরা বেরোতে পারেনি। তাই তাঁরা চান না তাঁদের সেই একা থাকার যন্ত্রণা অথবা গার্হস্থ্য হিংসার ছবি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তাঁদের সন্তানকেও ভোগ করতে হোক। তাঁদের শৈশবকাল মসৃণ, আনন্দদায়ক হয়ে ওঠেনি বলে পরিণত বয়সে পৌঁছে শিশু-অভিভাবক সম্পর্কটির মধ্যে তাঁরা এক ধরনের অবিশ্বাস বা অনাস্থা খুঁজে পান। ফলে, এই ক্ষেত্রে তাঁরা আর এগোতে চান না।" আর এক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁরা ভীষণ কেরিয়ার-সচেতন। হয়তো তাঁরা জীবনে অনেক উঁচুতে উঠতে পেরেছেন, আরও ওঠার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় এক শিশুর সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তাঁরা রাজি হন না। তাঁরা হয়তো তাঁদের সহকর্মীদের দেখেছেন, কী ভাবে সন্তান-অফিস দু'দিক সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়, ভাল ক্রেশ, গৃহসহায়িকার সন্ধান, সন্তানের স্কুলের চাপ এই আবর্তে আটকে অফিসের কাজে মন দিতে পারেন না। ফলে, এই দম্পতিদের মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়। সন্তান পৃথিবীতে এলে তাঁদের কেরিয়ারে তার প্রভাব পড়বে। যা তাঁদের লক্ষ্য, তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। বরং, সন্তানের দায়িত্ব না থাকলে পছন্দমতো চাকরি বেছে নেওয়া, সহজেই কাজের সূত্রে অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

অন্য এক শ্রেণির দম্পতি আছেন, যাঁরা সংখ্যায় কম, কিন্তু নিজেরা নিজেদের মধ্যে মগ্ন। আমি-তুমি'তেই তাঁদের জীবন পূর্ণতা পেয়েছে। নিজেরা রোজগার করবেন, ঘুরবেন, জীবনটাকে উপভোগ করবেন সম্পূর্ণ ভাবে। এর মধ্যে তৃতীয় কেউ এলে পাছে নিজেদের এই বোঝাপড়াটি নষ্ট হয়ে যায়, তাই তাঁরা সেই দিকে আগ্রহী হন না। সমাজে প্রভাব? যদিও সন্তান না চাওয়ার মানসিকতা সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই মূলত এখনও সীমাবদ্ধ, তবে ভবিষ্যতে তা বৃদ্ধি পেলে সমাজে কি তার কোনও প্রভাব পড়তে পারে? মনোবিদ এবং শিশু-অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য যশোবন্তী শ্রীমানী বললেন, "আমাদের পারিবারিক বৃত্তটি এমন ভাবে তৈরি হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সন্তানধারণে অনাগ্রহ খুব বেশি বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব সমাজে পড়ার আশঙ্কা আছে। হয়তো সমাজ আগের চেয়ে আরও বেশি আত্মমগ্ন, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সমস্যা আসবে, দ্বন্দ্ব আসবে, সেগুলির মধ্য দিয়েই এগোতে হয় আমাদের। সমসা সমাধানের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের উন্নতির পথটি খুঁজে নিই। এমন অনেক দম্পতি আছেন, যাঁরা বিবিধ সমস্যার কারণে প্রথম দিকে সন্তানধারণে অনাগ্রহী ছিলেন। একটা সময়ের পর আবার নিজেরাই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে ভেবে তা পুরোপুরি এড়ানোর জন্য যদি অনেক মা-বাবা সন্তানের জন্মই না চান, তবে জনসংখ্যার উপর একটা প্রভাব পড়বে তো বটেই, এর সঙ্গে সমাজের স্বাভাবিক ছন্দটিও এক সময়ে হারিয়ে যাবে।" ব্যক্তিগত পছন্দ তবে এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে দেওয়া ভাল। কারণ যা-ই থাকুক না কেন, সন্তান না-চাওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। এটি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। আমাদের সমাজে সমাজ-নির্ধারিত নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে যাঁরা স্বাধীন মতপ্রকাশ করেন, তাঁদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা, কোণঠাসা করে দেওয়ার এক প্রবণতা বর্তমান। যেমন, বিয়ের বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যাঁরা সন্তানের জন্ম দেননি, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের অনেকেই উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন এর পিছনে শারীরিক সমস্যা খুঁজতে। এ ক্ষেত্রে মেয়েটিই আক্রমণের লক্ষ্য হয় সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র তিনি মা হননি বলে সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ হয়েছে এমনও দেখা গিয়েছে। আসলে, এ দেশে সর্ব ক্ষেত্রে মাতৃত্বকে উদ্যাপন করা হয়। ফলে তার বিপরীত পথটি কেউ বেছে নেওয়া মানেই তিনি সমালোচনার যোগ্য এমনটাই ভাবা হয়ে থাকে। এই ভাবনা কিন্তু কারও ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ। আধুনিকমনস্ক সমাজে এমনটা কোনও ভাবেই কাম্য নয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে কিউআর কোড মেশিনের ব্যবস্থা প্রবর্তন

উৎসবের ভিড়ের সময় টিকিট কাউন্টারগুলিতে লম্বা লাইন হ্রাসে সহায়ক

মালিগাঁও, ০৪ নভেম্বর, ২০২৪: 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' অভিযানে সহায়তার জন্য এবং নগদহীন লেনদেন সক্রিয় করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার পাঁচটি ডিভিশন তথা কাটিহার, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার, লামডিং ও তিনসুকিয়ার ৫৮৮টি বুকিং কাউন্টারকে কিউআর কোড মেশিন দিয়ে সজ্জিত করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রায় সমস্ত প্রধান স্টেশনে বাধাহীন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির দ্বারা যাত্রীদের উপকার নিশ্চিত হবে, তাঁরা আরও সুবিধাজনক ও দক্ষতার সাথে টিকিট কাটতে পারবেন। কৌশলগতভাবে কাটিহারে ১৬৭টি, আলিপুরদুয়ারে ৯৬টি, রঙিয়ায় ৮৭টি, লামডিঙে ১৭৫টি ও তিনসুকিয়ায় ৬৩টি এমন কাউন্টার বিতরণ করা হয়েছে।

বর্তমানের উৎসবের মরসুমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে যাত্রীদের ভিড় ও চাহিদা পূরণ করতে একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালু করা হয়েছে। বুকিং কাউন্টারগুলিতে কিউআর কোড মেশিনের উপলব্ধতার ফলে উৎসবের ভিড়ে ভ্রমণকারীরা উপকৃত হয়েছেন, নগদ লেনদেনের যে লম্বা লাইন সেটা তাঁরা উপেক্ষা করতেসক্ষম হয়েছেন এবং দ্রুত ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন।

এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র যাত্রীদের সুবিধাই বৃদ্ধি করেনি, বরং তার পাশাপাশি নগর টাকার লেনদেন হ্রাস করে সুরক্ষা প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে, প্রত্যেকের জন্য এক সুগম যাত্রা নিশ্চিত করেছে।

কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের টিকিট বুক করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং শারীরিক কোনও যোগাযোগ ছাড়াই যাত্রীরা স্টেশনগুলিতে কিউআর কোড স্ক্যান করে নিজেদের টিকিট লাভ করছেন। এই পদক্ষেপের ফলে টিকিট কাউন্টারগুলিতে মানুষের লম্বা লাইন হ্রাস হবে, নগদের ব্যবহার কমবে এবং একটি দ্রুত ও অধিক সুরক্ষিত টিকিট ক্রয় করার প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত হবে। নগদহীন টিকিট বুকিং ব্যবস্থার জন্য কিউআর কোড মেশিন চালু করাটা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাছে একটি মাইলস্টোন অর্জন করার মতো বিষয়, কারণ পরিষেবার আধুনিকীকরণ ও যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে অবিরত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। টিকিট বুকিঙের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে ট্রেন যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ সহজ এবং সুরক্ষিত হয়ে উঠবে।

এর আগে, আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ-ভিত্তিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই অ্যাপের মাধ্যম যাত্রীরা বাড়িতে বসে নিজেদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে ভ্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যে অসংরক্ষিত টিকিট বুক করতে পারছেন।ত

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো তিনটি সি অর্থাৎ কনট্যাক্টলেস টিকেটিং, ক্যাশলেস ট্র্যানজ্যাকশন এবং কাস্টোমার কনভিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স-এর প্রচার করা। তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেল ব্যবহারকারীদের বুকিং কাউন্টারগুলিতে নগদহীন টিকিট বুকিং ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা এবং ভারতীয় রেলওয়ের এই ডিজিটাল পদক্ষেপের এক সক্রিয় অংশ হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় এন্টালিতে এক তরুণকে প্রহার, ধৃত ২

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় ইটের আঘাতে সায়ন কুন্ডু নামে এক তরুণের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বাবা সুশীল কুন্ডুকেও মারধর করা হয়েছে বলে দাবি আক্রান্ত তরুণের। ওই ঘটনার পর ইতিমধ্যে এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কুন্ডু পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানার অন্তর্গত আনন্দ পালিত রোডের ধারে একটি বসতি (মুখ্যমন্ত্রী বসতিগুলির নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরণ') এলাকায়। কলকাতা পুরসভার ১৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই বসতিতে সরু গলির দু'ধার দিয়ে বাড়ি। সেখানেই একটি বাড়িতে থাকেন সায়ন। বাড়িতে তাঁর বয়স্ক বাবা রয়েছেন। মা খুকুমণি কুন্ডুও অসুস্থ।

সূত্রের খবর, রবিবার রাতে ওই সরু গলির মধ্যে তাঁদের বাড়ির সামনে শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করাতেই 'আক্রান্ত' হন সায়ন। প্রথমে স্ত্রীর অসুস্থতার কথা জানিয়ে বাড়ির সামনে শব্দবাজি ফাটানোয় আপত্তি জানিয়েছিলেন সুশীল। তা থেকেই বচসার সূত্রপাত। পরে সায়ন প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় ইটের আঘাতে সায়ন কুন্ডু নামে এক তরুণের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বাবা সুশীল কুন্ডুকেও মারধর করা হয়েছে বলে দাবি আক্রান্ত তরুণের। ওই ঘটনার পর ইতিমধ্যে এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কুন্ডু পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আর জি কর মামলা, ১১ নভেম্বর থেকে রোজ শুনানি হবে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়র সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। ধর্ষণ ও খুনের ধারায় গঠিত হল চার্জ। ১১ নভেম্বর থেকে রোজ শুনানি হবে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া হয়। শিয়ালদহ আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত -১ বিচারক অনির্বাণ দাসের এজলাসে ধৃতের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়। তিন মাস পরে আর জি কর মামলায় গ্রেফতার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়র সঞ্জয় রায় সোমবার সাংবাদিকদের সামনে দাবি করেন, "আমি এত দিন চুপচাপ ছিলাম। আমি কিন্তু ধর্ষণ এবং খুন করিনি। আমার কথা শুনছে না। সরকারই আমাকে ফাঁসাচ্ছে। আমি এত দিন চুপচাপ ছিলাম।"

একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, "আমায় সব জায়গায় ভয় দেখাচ্ছে। যে তুমি কিছু বলবে না, তুমি কিছু বলবে না। আমার ডিপার্টমেন্টও আমায় ভয় দেখিয়েছে। আমি কিন্তু নির্দোষ।"

সিবিআইয়ের হাতে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়রের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩ (খুন), ৬৪(১) ধর্ষণ এবং ৬৬ ধারায় চার্জশিট দিয়েছিল। সূত্রের খবর, বিচারকের সামনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন ধৃত সিভিক ভলান্টিয়র।

রাতে লেকটাউনে দম্পতি প্রহৃত, ধৃত ২

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার রাতে লেকটাউনের বিসর্জন ঘাটে এক মহিলাকে কটূক্তি এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী প্রহৃত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযোগ, কালীপুজোর আলো খোলা নিয়ে কয়েক জন স্থানীয় যুবকের সঙ্গে মহিলা এবং তাঁর স্বামীর বচসা বাধে। অভিযুক্তেরা সকলেই মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানিয়েছেন মহিলা। তাঁকে কটূক্তি করা হলে মহিলার স্বামী তাতে বাধা দেন।

কিন্তু তখন তাঁকেও মারধর করা হয়। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে মার খান ওই মহিলাও। তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, যে সময়ে লেকটাউনে এই ঘটনা ঘটছিল, তখন রাস্তায় কয়েক জন পুলিশকর্মী টহল দিচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং দুই দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। তবে বাকিরা পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মহিলা এবং তাঁর স্বামীকে রাতেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। দম্পতির অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর এবং শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

রায়পুর কেন্দ্রীয় কারাগারের বাইরে যুবককে লক্ষ্য করে গুলি

রায়পুর, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : সোমবার সকালে রায়পুর কেন্দ্রীয় কারাগারের বাইরে এক যুবককে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি ছুড়েছে অজ্ঞাত পরিচয় দুই দুষ্কৃতী। গঞ্জ থানা পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের নাম সাহিল খান এবং সে একজন দাগী অপরাধী।

জানা গেছে, পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কারাগার থেকে বেরিয়েছিলেন সাহিল খান। এই সময় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা তাকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ে। আহত সাহিল খানকে আম্বেদকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুরনো শত্রুতার জেরে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। আশেপাশে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ স্ক্যান করছে পুলিশ। হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আহত যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকদের দল সর্বক্ষণ তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

ছট উৎসবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ উত্তর প্রদেশের ডিজিপি—র

লখনউ, ৪ নভেম্বর (হি.স.): ছট উৎসবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উত্তর প্রদেশের ডিজিপি প্রশান্ত কুমার সোমবার রাজ্যের সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। ডিজিপি বলেন, ছট উৎসবে মন্দির ও জলাশয়ে প্রচুর লোক সমাগম হয়। মহিলাদের ভিড়ও থাকে। তাদের নিরাপত্তার জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করার নির্দেশ দেন ডিজিপি। জনবহুল ও ফাঁকা উভয় স্থানেই মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য সাধারণ পোশাকের পুলিশ কর্মীদের ডিউটিতে রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াডকেও সক্রিয় রাখার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উৎসবের সময় বাজি ফাটানো হয়, সেক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা করতেও বলা হয়েছে। রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডে নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখা ও সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমোরায় বাস দুর্ঘটনা, আহতদের দেখতে হাসপাতালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেরাদুন, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জন যাত্রীর, এছাড়াও আরও ২০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে অন্ততপক্ষে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ ধন সিং রাওয়াত আহতদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান। তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তিনি বলেন যে বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিদের এইমস ঋষিকেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তাদের চিকিতা চলছে।

মন্ত্রী বলেন, আহতদের সম্ভাব্য সব ধরনের উচ্চমানের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আহতদের চিকিৎসায় যেন কোনও অবহেলা না হয় এবং তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি নৈনিদান্দার কিনাথ থেকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। বাসটির রামনগর যাওয়ার কথা ছিল। সোমবার সকালে পাউরি-আলমোরা সীমানায় রামনগরের কুপির কাছে খাদে পড়ে যায় গাড়ওয়াল মোটরস ইউজার্স-এর ওই বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্ঘটনার ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত করার জন্য কুমায়ুন বিভাগের কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি ঝাড়খণ্ডের পরিচয় বিপন্ন করেছে : প্রধানমন্ত্রী

চাইবাসা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : জেএমএম, কংগ্রেস ও আরজেডি-কে একযোগে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি ঝাড়খণ্ডের পরিচয় বিপন্ন করেছে। ঝাড়খণ্ডের পরিচয়, জনসংখ্যা পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থকরা জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোটের স্ট্যাম্প হয়ে উঠেছে। অনুপ্রবেশকারীরা তাদের সবচেয়ে বড় ভোট ব্যাংক। জেএমএম এবং কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো নথি তৈরি করছে।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা আদিবাসী মেয়েদের টার্গেট করছে। তাঁরা আপনাদের মেয়ে, রুটি ও জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে... আমরা আদিবাসী কন্যাদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করার আইন আনব। তারা অন্য উপায় খুঁজে পেয়েছে- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করছে, এটি দলিত, উপজাতি এবং ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের অবসান ঘটায়।'

৩৭.৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য ক্ষমতা-সহ ৫০টি সোলার পার্ক অনুমোদন করেছে সরকার : প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির ভারত মন্ডপমে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সোমবার আন্তর্জাতিক সৌর জোট-এর সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি বলেছেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত ৯০ গিগাওয়াট স্থাপিত সৌর ক্ষমতায় পৌঁছেছে। সরকার ৩৭.৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য ক্ষমতা সহ ৫০ টি সৌর উদ্যানও অনুমোদন করেছে।আন্তর্জাতিক সৌর জোট-এর সপ্তম অধিবেশন এদিন ভারত মন্ডপমে শুরু হয়েছে। জোটের গৃহীত নানা উদ্যোগ ছাড়াও শক্তির বন্টন, নিরাপত্তা এবং সদস্য দেশগুলির সৌরশক্তি গ্রহণের জন্য ক্ষমতায়ন নিয়েও অধিবেশনে আলোচনা হবে। ভারত এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছে, সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছে ফ্রান্স। ১২০টি দেশের মন্ত্রী ও মিশন প্রধানরা সৌর জোটের এবারের অধিবেশনে অংশ নিচ্ছেন।

আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ-খুন, শুরু চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): আর জি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় রুদ্ধদ্বার শুনানি শুরু হল সোমবার দুপুরে। তার আগে চারদিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে আসা হয় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি রয়েছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বিষ্ণুপুরে

বাঁকুড়া, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : বেসরকারি কারখানায় এক কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ধুলাপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। মৃত ব্যাক্তির নাম রাজনিশ চৌহান(৫৫)। ওই কর্মীকে তার ভাড়া বাড়ির সামনের দাওয়ায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেয়। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ওই কর্মীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহর লাগোয়া দ্বারিকা শিল্প তালুকে একটি বেসরকারি স্টিল কারখানায় ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতেন উত্তরপ্রদেশের মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা রাজনিশ চৌহান। তিনি বিষ্ণুপুর থানার কাছে ধুলাপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতোই রবিবার রাতে কারখানার কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে খাওয়া দাওয়া করেন। সকালে বাড়ির দাওয়ায় রাজনিশকে অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় বাড়ি মালিকের।তিনি পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন রাজনিশের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক কী কারণে মৃত্যু তা জানতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে রাজনিশের জ্বর হয়েছিল। অসুস্থতার কারণেই রাজনিশের মৃত্যু নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

আলমোরায় বাস দুর্ঘটনা, শোকপ্রকাশ উত্তরাখণ্ড কংগ্রেসের

দেরাদুন, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জন যাত্রীর, এছাড়াও আরও ২০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে অন্ততপক্ষে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

এই দুর্ঘটনায় উত্তরাখণ্ড কংগ্রেস শোক প্রকাশ করেছে। উত্তরাখণ্ডের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করণ মাহারা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছেন যে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে যেন কোনও খামতি না হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যেন সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন যে, আলমোরার মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় আমরা সবাই গভীরভাবে মর্মাহত। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তা অপূরণীয় ক্ষতি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি নৈনিদান্দার কিনাথ থেকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। বাসটির রামনগর যাওয়ার কথা ছিল। সোমবার সকালে পাউরি-আলমোরা সীমানায় রামনগরের কুপির কাছে খাদে পড়ে যায় গাড়ওয়াল মোটরস ইউজার্স-এর ওই বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্ঘটনার ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত করার জন্য কুমায়ুন বিভাগের কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আলমোরা বাস দুর্ঘটনায় শোকাহত প্রধানমন্ত্রী, আহতদের আরোগ্য কামনায় করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের আলমোরায় বাস দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় করেছেন প্রার্থনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরাখণ্ডের আলমোরায় মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় সোমবার শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় পাউরি-আলমোরা সীমানায় গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জন যাত্রীর, এছাড়াও আরও ২০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে অন্ততপক্ষে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-50/ EE/RD/KGT/DIV/2024-25 Dt.29/10/2024

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 12/11/2024 for 03 nos. works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2279/24

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

Sale notice of immovable properties of NBFCs declared absolute by the Ld. Designated Court through e-auction by MSTC Ltd (a Govt. of India enterprise), Guwahati.

Date of Inspection :- From 01.11.2024 to 13.11.2024.
Opening Date & Time :- 14.11.2024 / 11.00 hours.
Closing date & time : - 14.11.2024 / 15.30 hours
Auction mode :- e-Auction

Interested person may please visit in this site https://www.mstcindia.co.in/TenderEntry/ Lot_Item_Details_AucID.aspx? ARID=450100

The MSTC Contact number: 0361-2221199 and email: helpdeskghy@mstcindia.in and ghyopn2@mstcindia.in

ICA/D/1189/24

(Rakhi Biswas, IAS) Addl. Secretary & Director, Institutional Finance

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIeT) NO.: 01 MMC MLG eTENDER 2024-25

The CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Melaghar Municipal Council Melaghar Sepahijala Tripura on behalf of the "Hon'ble Chairperson, Melaghar Municipal Council" invites Online Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible proposers / firms/ agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 1500 hrs on 27/11/2024 for the following work: -

Name of work: "Construction of road side waiting shed at W/N-13 under Melaghar Municipal Council during the year 2024-25."
Estimated Cost: Rs. 6,93,582.00.
Earnest Money: Rs. 13,872.00
Completion Time: 180 (One hundred eighty) days.
Bid Fee: Rs. 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 27/11/2024 upto 3:00 PM
Date & time for opening Tender: 27/11/2024 4:00 PM

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in W.e.f. 31-10-2024 to 27-11-2024 and last date of downloading and submission of bid is 27-11-2024 upto 3.00 pm. Submission of Tenders physically is not permitted.

For any enquiry, please contact by e-mail to melaghar.mc@gmail.com.

ICA/C/2272/24

Dy. Chief Executive Officer
Melghar Municipal Council
Melghar Sepahijal, Tripura

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

পাঁচ কারণ: লেপের তলা থেকে বেরোতে কষ্ট হয়

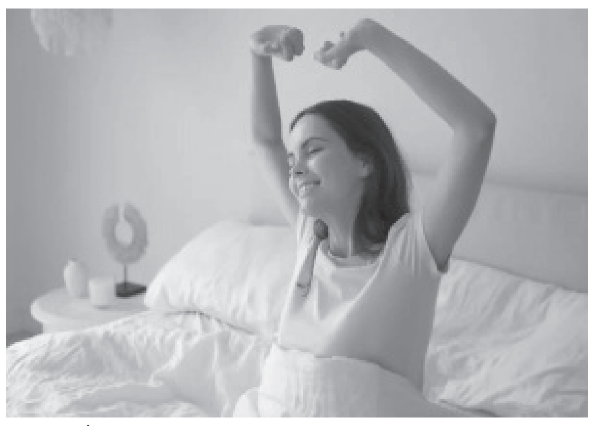

দশ বছর টানা "মর্নিং স্কুল" করেও ভোরে ওঠার অভ্যাস হয়নি। সকালে কোথাও যেতে হলে সারা রাত জেগে থাকতে হয়। না হলে কোনও দিন সময়ে পৌঁছতে পারেন না। বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকার ফল যে খুব ভাল নয়, তা জানেন। মধ্যবয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নানা রকম রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করবে। মনমেজাজ ভাল রাখতেও তাড়াতাড়ি দিন শুরু করা জরুরি। আসলে আমাদের শরীর নির্দিষ্ট একটি ঘড়ি মেনে চলে। "সার্কাডিয়ান ক্লক" অনুযায়ী, যে সময় থেকে শরীর নামক "যন্ত্রটি" শারীরবৃত্তীয় কাজ করতে শুরু করে, সেই সময়েই ঘুম থেকে উঠে পড়া উচিত। সকালে তাড়াতাড়ি উঠবেন কিন্তু ঘুমে ঘাটতি হলে চলবে না। তাই নিয়ম মেনে ঘুমিয়েও পড়া উচিত। না হলে ছন্দপতন হতেই পারে। আর কোন কোন কারণে সকালে ওঠার অভ্যাস করতে হবে? ১) কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়,একা হাতে সব দিক সামলাতে গেলে আগে থেকে কিছু পরিকল্পনা করে রাখা জরুরি। তার জন্য যে সময় প্রয়োজন তা নেই। ঘুম থেকে উঠতে যদি রোজই দেরি হয়ে যায় তা হলে কখন কী করবেন, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তাই সকালে উঠতে পারলে হাতে একটু বেশি সময় পাওয়া যায়। ২) মনমেজাজ ভাল থাকে, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সকাল সকাল দিন শুরু করতে বলেন মনোবিদেরা। সকালে আশপাশের পরিবেশ শান্ত থাকে। ফলে মনকে যদি বশে রাখতে চান, ধ্যান বা মেডিটেশন অভ্যাস করার জন্য এই সময়টিই উত্তম। ৩) নিজের জন্য সময়, কাজ, দায়দায়িত্ব সামলে দিনের বেশ খানিকটা সময় নিজের জন্য রাখতে হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার বেশির ভাগটাই তো কাজেকর্মে কেটে যায়। বাকি সময় থেকে নিজের জন্য আলাদা করে সময় বার করতে গেলে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতেই হবে।, ৪) শরীরচর্চা করার সময়

অনেকেই মনে করেন শরীরচর্চা করার নির্দিষ্ট কোনও সময় হয় না। কাজের মাঝে একটু সময় পেলেই কসরত করে ফেলা যায়। তবে মতান্তরও রয়েছে। শরীরচর্চার সুফল পেতে গেলে সকাল সকাল গা ঘামানোই ভাল। ৫) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা,সকালের রোদ গায়ে মাখতে পারলে শরীরে স্বাভাবিক ভাবেই ভিটামিন ডি তৈরি হয়। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সকালে উঠতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ

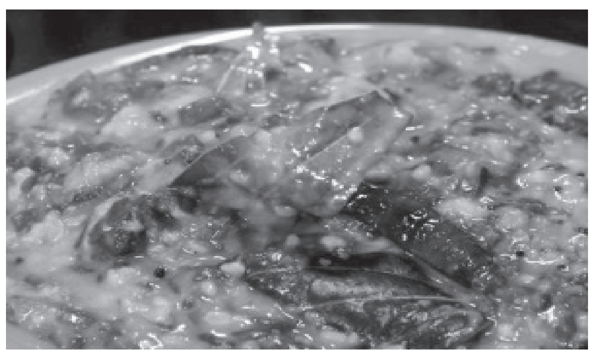

পুজোর পর থেকেই জোরকদমে শরীরচর্চা করতে শুরু করেছেন। মাসখানেক যেতে না যেতেই আবার বিয়ের মরসুম শুরু। এই সব কিছুর মাঝে ওজন ঝরানো বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছে। ওজন ঝরাতে প্রোটিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যাঁরা মাছ, মাংস বা ডিম খেতে পছন্দ করেন না, তাঁরা কী খাবেন? তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এ ক্ষেত্রে পালং শাক দিয়ে তৈরি ডাল কিন্তু অসাধারণ একটি বিকল্প হতে পারে।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উত হল ডাল। ভাতের সঙ্গে ডাল কম-বেশি সকলেই খেয়ে থাকেন। সঙ্গে শুধু যোগ করতে হবে পালং শাক।

কী ভাবে তৈরি করবেন এই পালং-ডাল?

উপকরণ

অড়হর ডাল: ১ কাপ
মুগ ডাল: আধ কাপ
পালং শাক: ২ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কাঁচালঙ্কা কুচি: ২-৩টি
আদা কুচি: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হিং পাউডার: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ
গোটা জিরে: আধ চা চামচ
শুকনো লঙ্কা: ১টি
তেজপাতা: ১টি

প্রণালী

১) ডাল ধুয়ে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। তার পর প্রেশার কুকারে সামান্য তেল এবং নুন দিয়ে তা সেদ্ধ করে নিন।

২) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। তার মধ্যে ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিন গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা।

৩) এ বার দিয়ে দিন পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন কুচি। ভাল করে ভাজা হয়ে গেলে টোম্যাটো, লঙ্কা কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন।

৪) এর পর সমস্ত গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে একেবারে শেষে দিয়ে দিন পালং শাক।

৫) এ বার সেদ্ধ করা ডাল দিয়ে দিন। ভাল করে ফুটিয়ে নুন এবং সামান্য চিনি দিয়ে দিন।

৬) চাইলে নামানোর আগে উপর থেকে সামান্য ঘি ছড়িয়ে নিতে পারেন।

৭) স্বাদের জন্য অনেকেই উপর থেকে ভাজা পেঁয়াজ-রসুনও ছড়িয়ে দেন।

শুধু দামি প্রসাধনী নয়, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে খেতে হবে এই ধরনের চা

সকালে উঠে চায়ের কাপে চুমুক না দিলে চলে না। ঘুম ভাঙে না চায়ের গন্ধ না পেলে। ছুটির দিনে বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা অফিসে কাজের মাঝে কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। তবে ত্বকচর্চায় চায়ের ব্যবহার কিন্তু বহু পুরনো। চিনে রোগের চিকিতায়, রূপচর্চায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রকম চা খাওয়ার চল রয়েছে।

বাইরে থেকে ত্বকের যত্ন নিলেই যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা বিশ্বাস করেন না চিনারা। বিভিন্ন সূত্রে চিনের সেই চায়ের দাওয়াই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আয়ুর্বেদ বলছে, শুধু চা পাতা নয়, রান্নায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি মশলারও ভূমিকা রয়েছে এতে। কী ভাবে তৈরি করতে হয় এই ধরনের চা?

একটি পাত্রে চায়ের জন্য জল ফুটতে দিন। জল গরম হলে তার মধ্যে গ্রিন টি দিয়ে দিন। এ বার দিয়ে দিন এক চিমটে হলুদ। সামান্য একটু আদা থেঁতো করে দিয়ে দিন চায়ের মধ্যে। আঁচ একেবারে কমিয়ে এক চিমটে দারচিনি, সামান্য ছোট এলাচের গুঁড়ো, বেশ কয়েকটি গোলমরিচ, মৌরি এবং কয়েকটি লবঙ্গ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর ছেঁকে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। যাঁরা দুধ চা খেতে পছন্দ করেন, তাঁরা এর মধ্যে দুধও মেশাতে পারেন। খাওয়ার আগে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন।

রোজকার কোন অভ্যাসে বদল আনলে চুল পড়ার সমস্যা কমবে?

চুল ভাল রাখতে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার সব বদলে ফেলেছেন। রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী নয়, ভেষজ প্রসাধনী ব্যবহার করছেন, তবুও চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কিছুতেই বশে আনতে পারছেন না? চুল আঁচড়ালেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে। সমস্যা কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারে চিরুনিতেই। প্লাস্টিকের তৈরি চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে কিন্তু চুল বেশি ওঠে। প্লাস্টিকের চিরুনির বদলে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন। জেনে নিন, এই ছোট বদল কী ভাবে চুলের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে।

১) নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। এই কারণে চুলের গোড়ায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছয়। মাথার ত্বক থেকে যে সেবাম বেরোয়, তা ত্বকের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সহজ হয় কাঠের চিরুনি ব্যবহারে। নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়।

২) চুলের যত সমস্যার মূল মাথার তালু। কারণ, খুশকি বা মৃত কোষ সবই জমে সেখানেই। প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময়ে সেগুলির সঙ্গে প্রচুর চুলও উঠে আসতে থাকে। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে খুশকির সমস্যা দূর হয়।

৩) জট পড়া চুলে চিরুনি চালালে বেশি চুল ঝরে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহার করলে তাতে স্থিরতড়িতউতন্ন হয়। এই কারণে চুল ছিঁড়ে ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এমন সমস্যা হয় না। চুল পড়া রুখতে তাই কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন।

পাঁচ নিয়ম মাথায় রেখে চললে বাড়িতেই হবে দোকানের মতো তুলতুলে কেক

শীতের মরসুম মানেই বাড়িতে বাড়িতে কেক বানানোর প্রস্তুতি শুরু। কারও পছন্দ ফ্রুট কেক, কেউ আবার পছন্দ করেন ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক। তবে বাড়িতে বানানো কেক স্বাদে ভাল হলেও দোকানের মতো নরম তুলতুলে হয় না অনেক ক্ষেত্রে। কখনও তাপমাত্রায় হেরফের হয়ে যায়, কখনও আবার উপকরণ কমবেশি হয়ে যায়। জেনে নিন, কেক তৈরির সময় কোন ৫ নিয়ম মাথায় রেখে চললে, বাড়িতে বানানো কেকও দোকানের মতো নরম এবং ফোলা হবে।

১) কেক বানানোর সব উপকরণ যাতে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকে, সে দিকে সতর্ক থাকুন। ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ কিংবা মাখন দিয়ে কেক বানাতে শুরু করবেন না। এই ভুলেই কেক ফোলে না।

২) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে ময়দা, চিনি, মাখনের এবং অন্যান্য উপকরণের পরিমাপ ঠিক রাখা ভীষণ জরুরি। উপকরণের মাত্রা এ দিক ও দিক হয়ে গেলেই দোকানের মতো কেক আর হবে না। বেকিংয়ের শখ থাকলে উপকরণ মাপার জন্য "বেকিং কিট" কিনে নিতে পারেন। আন্দাজ করে নয়, রেসিপি ঠিক করে জেনে নিয়ে তবেই কেক বানান।

৩) কেক, কুকি কিংবা মাফিন বানানোর সময় এক চিমটে নুন ব্যবহার করুন। এতে স্বাদ বাড়বে। ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ চালুনিতে ছেঁকে তবেই ব্যবহার করুন।

৪) চিনি আর মাখনকে যত বেশি সম্ভব নাড়িয়ে একেবারে মোলায়েম মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে "ক্রিমিং" বলে। ক্রিমিং ভাল হলে তবেই কেক নরম হবে। ময়দা মেশানোর সময় খুব বেশি ফেটানোর প্রয়োজন নেই। আলতো হাতে কেবল মিশ্রণের সঙ্গে ময়দা ভাল করে মিশিয়ে নিলেই হবে।

৫) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভেনটি "প্রি হিট" করা। অনেকেই প্রেশার কুকারে কেক তৈরি করেন। সে ক্ষেত্রেও কুকারটি গরম করে নিতে ভুলবেন না।

লুচি খাওয়ার পর জল খেলেই তো বিপদ

রাতে বিয়েবাড়ি আছে বলে সকাল থেকে বেশি কিছু খাননি। খিদে পেটে বুফের টেবিলে মটন বিরিয়ানি দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি। অনেকটা খেয়ে ফেলেছেন। খাওয়ার পরেই গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেকটা পরিমাণে জল খেয়ে তো ফেললেন। এ বার সমস্যা হল, জল খাওয়ার পর থেকেই বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর জল খেলে তো হজম ভাল হয়!

তা হলে ফ্রিশ ফ্রাই, মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ খাওয়ার পর পুরো বিষয়টা উল্টে গেল কেন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ঠান্ডা বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকা জল, অতিরিক্ত তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ভাঙতে পারে না। উল্টে পেটের অস্বস্তি বেড়ে যায়। এমন সময়ে কোন ধরনের পানীয় খাওয়া উচিত? ১) ঈষদুষ্ণ জল তেলে ভাজা খাবার খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে সাধারণ তাপমাত্রার জল খেতে বারণ করেন অনেকেই। এই সময়ে ঈষদুষ্ণ জল খেলে তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার হজম করার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। পরিপাকতন্ত্রের পেশিগুলিকে সাবলীল রাখতেও সাহায্য করে ঈষদুষ্ণ জল। পাকস্থলীর রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে হালকা গরম জল।

২) স্যুপ খুব জলতেষ্টা পেলে বিভিন্ন সব্জি দিয়ে তৈরি স্যুপ খাওয়াই যায়। বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজে ঠাসা এই স্যুপ শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। পরিমাণে একটু বেশি বিরিয়ানি খেয়ে ফেললে, তা হজমে বা পেটফাঁপার সমস্যাতেও দারুণ কাজ করে স্যুপ।

৩) প্রোবায়োটিক ড্রিঙ্ক অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে প্রোবায়েটিক খাবার বা পানীয় খেতে বলা হয়। ভাজা, অতিরিক্ত তেলমশলা দেওয়া খাবার খেলে এই ধরনের পানীয় খাবার হজম করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

৪) মৌরি ভেজানো জল

বেগুনি, আলুর চপ বা পেঁয়াজি খাওয়ার পর পেটে অস্বস্তি হলে মৌরি ভেজানো জল খেতে পারেন। অনেকে আবার এই পানীয়টি হালকা গরম করে খেতেও পছন্দ করেন।

৫) গ্রিন টি

গ্রিন টি-র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। খাবার হজমে সহায়ক উতেচকগুলির উতাদন এবং ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই উপাদানটি। চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ফজম করতে গ্রিন টি-র জুড়ি মেলা ভার।

পাঁচ উপায়: খরচ করে ড্রাই ফ্রুট না কিনে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন

শীত পড়তেই বাজারে শুকনো ফলের রমরমা। কাজুবাদাম, কিশমিশ, কালো আঙুর, খোবানি, ডুমুর, কিউই, পিচ থেকে শুরু করে কত কী যে পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। শীতকালে ড্রাই ফ্রুট কেনার চল একটু বেশিই চোখে পড়ে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি জুড়ে চলে কেকের সিজন। ক্রিসমাস কেক, প্লাম কেক, রিচ ফ্রুট কেক সবেতেই শুকনো ফল দেওয়ার রেওয়াজ। তবে এই সমস্ত ফল খেতে ভাল হলেও এদের দাম বিপুল। তাই ইচ্ছে থাকলেও সকলের পক্ষে সেই সব ফল কেনা সম্ভব হয় না। তাই বলে ড্রাই ফ্রুট খাওয়া বন্ধ থাকবে? একদম না। বাজার থেকে টাটকা ফল কিনে সহজেই বাড়িতে তৈরি করে ফেলা যায় ড্রাই ফ্রুট।

১) টাটকা ফল বাছতে হবে

ড্রাই ফ্রুট তৈরি করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল বাজার থেকে বেছে ভাল মানের, পাকা ফল কেনা। ফলের মান যত ভাল হবে, ড্রাই ফ্রুট খেতে তত ভাল হবে। বাজার থেকে কেনা ফল ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, বীজ ফেলে দিয়ে, সমান ভাবে কেটে নিতে হবে।

২) যেন খয়েরি দাগ না হয়

বাজার থেকে কেনা ফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকনো করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। কাটা ফল অনেক সময়ে কালচে বা লালচে হয়ে যায়। যাতে তেমনটা না হয়, তার জন্য কাটা ফলে লেবুর রস মাখিয়ে রাখতে পারেন। অনেকে গুঁড়ো চিনিও ছড়িয়ে রাখেন।

৩) শুকিয়ে নিতে হবে

কাটা ফল শুকোনোর জন্য বেশ কিছু দিন কড়া রোদে রেখে দিতে হবে। কিন্তু কাটা ফলে মাছি বসলে, তাতে পচন ধরতে পারে। তাই পরিষ্কার একটি ট্রে-তে কাটা ফল সাজিয়ে, তার উপর পাতলা কোনও কাপড় চাপা দিয়ে রাখতে পারেন।

৪) অভেনে শুকোনোর পালা

কাটা ফল বেশ কিছু দিন রোদে রাখলে, প্রাথমিক ভাবে রস শুকিয়ে যায়। তার পর বেকিং ট্রে-তে পার্চমেন্ট কাগজ বা বেকিং শিটের উপর ফলগুলি সাজিয়ে, একেবারে অল্প তাপমাত্রায় অভেনে রোস্ট করে নিন। ফলগুলি যাতে পুড়ে না যায়, তাই মাঝে মধ্যে অভেন খুলে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। তবে রোস্ট করার সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ফলগুলি থেকে রস টেনে গেলেও তা একেবারে শুকনো খটখটে না হয়ে পড়ে। ফলের গায়ে যাতে রস লেগে না থাকে, সে দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

৫) সংরক্ষণ

শুকনো ফল রাখার জন্য পরিষ্কার বায়ুরোধী শিশি প্রয়োজন। কারণ, হাওয়া-বাতাস লাগলে শুকিয়ে নেওয়া ফলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেকেই সিল করা প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে সেই সব ফল রাখেন, যাতে তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

শীত পড়তেই গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা বেড়েছে?

রাতের দিকে শীতের আমেজ টের পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। আর শীতের শুরুতেই গলা খুসখুস, ঢোক গিলতে সমস্যা, কথা বলতে গেলেই গলায় অস্বস্তি এই সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে ঘরে ঘরে। গরম জলে নুন দিয়ে গার্গল করেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। শীতে সর্দি-কাশির প্রকোপ ঠেকাতে ভরসা রাখুন আদার উপর। আদা রোদে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি করা যায় শুঁঠ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি করতে এই শুকনো আদা ব্যবহারের নিদান দেয়। ঠান্ডায় গা গরম রাখতে পারে শুঁঠ। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-এ ভরপুর শুঁঠ, "ট্রিপসিন" এবং "লাইপেজ" নামক দুটি উতেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। এই দু'টি উতেচক প্রোটিন এবং ফ্যাট ভাঙতে সাহায্য করে, ফলে হজমশক্তি বাড়িয়ে শরীরকে চাঙ্গা রাখে।

এ ছাড়া আর কী কী কাজে লাগে শুঁঠ বা শুকনো আদা?

১) বদহজমের সমস্যা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না? কিছু খেলেই গলা-বুক জ্বালা করতে শুরু করে? এই সমস্যার সমাধানেও শুকনো আদা কাজে আসতে পারে।

২) মাইগ্রেনের যন্ত্রণা নিরাময়েও কাজ আসে শুঁঠ। ৩) শীতের মরসুমে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে ঘরে ঘরে। এই মরসুমের ছোঁয়াচে সর্দি-কাশি থেকে মুক্তি পেতে গুড় দিয়ে শুঁঠ খেতে পারেন। ৪) মেদ ঝরাতে রোজ সকালে উষ্ণ জলে লেবু, মধু দিয়ে খাচ্ছেন? এর সঙ্গে যদি একটু শুঁঠ মিশিয়ে নিতে পরেন, আরও ভাল কাজ হবে। ওজন ঝরবে দ্রুত।

৫) ঠান্ডায় বয়স্ক মানুষদের হাত-পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়। এই সমস্যা দূর করতে রোজ নিয়ম করে শুকনো আদা খেতে পারেন। কী ভাবে খেলে উপকার পাবেন? ১) রাতে ঘুমোনোর আগে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। ২) সকালে খালিপেটে ঈষদুষ্ণ জলে ঘি, মধু আর শুকনো আদা মিশিয়ে খেতে পারেন। ৩) চায়ে মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে টিএফডিসিপি'র উদ্যোগে ৫৯ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।

হাফলঙে পালিত "ভাষা গৌরব সপ্তাহ" শীর্ষক অনুষ্ঠান

হাফলং (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : অসমিয়া ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সম্মান জানাতে রাজ্য সরকার চালু করেছে "ভাষা গৌরব সপ্তাহ" শীর্ষক এক কর্মসূচি। রবিবার থেকে সমগ্র রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী শনিবার (৯ নভেম্বর) পর্যন্ত উদযাপন করা হবে 'ভাষা গৌরব সপ্তাহ' শীর্ষক অনুষ্ঠান।

এ উপলক্ষ্যে ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে ভাষা গৌরব সপ্তাহ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার বিকালের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুপমা নাইডিং, ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য সভার সদস্য সহ সম্মানিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা বলেন, অসমিয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় তা অসমের সমৃদ্ধ ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মানিত হয়েছে, যা স্থানীয় ভাষা সংরক্ষণ ও প্রচারে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ভাষা গৌরব সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠান একটি সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি যা ৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

মন্ত্রী নন্দিতা গোর্লোসা স্থানীয় ভাষার প্রচার ও উন্নীতকরণে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্য বিভিন্ন সাহিত্য সভা সংগঠনের প্রশংসা করেছেন।

ডিমা হাসাও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি ডিমাসা ভাষার পাঠ্যপুস্তক চালু করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী জেলা কমিশনারকে জেলায় বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যে খোদাইকৃত স্ক্রিপ্টগুলি পুনরুদ্ধার করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন।

অনুষ্ঠানে জেলা কমিশনার সীমান্ত কুমার দাস বলেন, একটি স্থানীয় ভাষা একটি জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রাখে।

তাই স্থানীয় ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং প্রত্যেককে স্থানীয় ভাষার গুরুত্ব বিবেচনা করে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা কমিশনার। অনুষ্ঠানে ছিলেন পুলিশ সুপার মায়ঙ্ক কুমার এবং বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

কিশনগঞ্জে একই গ্রামে অজানা জ্বরে মৃত্যু ৪ শিশুকন্যার

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক ব্লকের কটহলবাড়ী গ্রামে একই গ্রামে অজানা জ্বরে চার শিশুকন্যার মৃত্যু। একের পর এক শিশুকন্যার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত গোটা গ্রাম। গত একসপ্তাহের মধ্যেই এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে কী কারণে একই গ্রামে পরপর শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। কারণ অনুসন্ধানে গ্রামে পৌঁছেছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল।

রবিবার রাতেও এক শিশুকন্যার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কটহলবাড়ী গ্রামে। গ্রামে নেই কোনও চিকিৎসাব্যবস্থা। ফলে কোনও শারীরিক সমস্যা হলেই ছুটতে হয় হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে। পরপর চার নাবালিকার মৃত্যুর আগে চিকিৎসা করেছিলেন হাতুড়েরাই। তবে রবিবার রাতে যে শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাটনা মেডিকেল কলেজে। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল মেয়েটি। মৃতাদের নাম ফাহিমা খাতুন(৬), উজমা নাসরিন(৫), রিফাত পারভীন(৬) ও নাফিসা আলম(৬)। এদিকে একই গ্রামে পরপর শিশুকন্যার মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন কিশনগঞ্জ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। সোমবার কটহলবাড়ী গ্রামে যান জেলাশাসক বিশাল রাজ। তিনি গোটা গ্রাম পরিদর্শন করেন। গ্রামবাসীদের অযথা আতংকিত না হওয়ার আবেদন জানান। পাশাপাশি জ্বর বা অন্য কোনও রোগ হয়ে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেন জেলাশাসক।

হরিদ্বারে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল বাইক চোর, উদ্ধার বাইক

হরিদ্বার, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : হরিদ্বারে চোরাই বাইকসহ এক বাইক চোরকে আটক করেছে পুলিশ। তথ্য অনুসারে, কোতোয়ালি ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা শোভিত পাওয়ার তার বাইক চুরির বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে ওই গ্রামের বাসিন্দা অরুণকে চোরাই বাইক সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

কেন আতশবাজি নিষিদ্ধ করা হয়নি, দিল্লি সরকারের কাছে জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : বায়ুদূষণ মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে, অধিকাংশ সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে আতশবাজির উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়নি দিল্লিতে। এরই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, দিল্লি সরকারকে অবিলম্বে জানাতে হবে কেন আতশবাজি নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এদিন দিল্লি সরকার এবং দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে দীপাবলির সময় জাতীয় রাজধানীতে আতশবাজি নিষিদ্ধ করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে হলফনামা দাখিল করতে বলেছে। এছাড়াও হরিয়ানা এবং পঞ্জাব সরকারকে অক্টোবরের শেষ দশ দিনে খড় পোড়ানোর ঘটনাগুলির সংখ্যা নির্দেশ করে হলফনামা দাখিল করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

গঙ্গার বুকে গঙ্গা উৎসবে মহানাগরিক মাছের চারাও ছাড়তে হবে গঙ্গাবক্ষে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্লাস্টিক কিংবা আবর্জনা, গঙ্গা জলে ফেলবো না ; তার বদলে ছাড়বো মাছ, বর্জ্য পদার্থ নিপাত যাক। এই হল সোমবার গঙ্গা উৎসবে মেয়রের সঙ্গে আমজনতার শপথ। শপথ গ্রহণ তাও কি আবার গঙ্গার বুকে। দূষণ যে কোনও মূল্যে রুখতেই হবে - এই হল অঙ্গীকার। গঙ্গার বুকে তথা গঙ্গাবক্ষে এই শপথ কলকাতার মহানাগরিকের। এই কারণেই এক লঞ্চকে সুসজ্জিত করে তোলা হয়। সেইখানেই সুরে সুর মিলিয়েছেন অন্যান্যরা। গঙ্গাদূষণ"কে সামনে রেখে এমনতর উদ্যোগ। সোমবার দুপুরে পুরপিতা থেকে শুরু করে পুরমাতা, কলকাতা পুরসভার বিভাগীয় আধিকারিকরা এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। পুর কমিশনার ও বোরো চেয়ারপার্সন উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গা উৎসবের অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মেয়র উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে জানান, গঙ্গা নদীতে মাছের চারাও ছাড়তে হবে। একদিকে মাছের যেমন খাদ্য দরকার। তাদের জীবন ধারণ তো জলের মধ্যেই। তেমনই অন্যদিকে, দূষণ রুখতেই তাদের ভূমিকা রয়েছে।

সোমবার ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী সফরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ৪ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব সোমবার ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ে নির্বাচনী সফরে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব ঝাড়খণ্ডের কাঁকে বিধানসভায় একটি জনসভা করবেন এবং ছত্তিশগড়ের রায়পুর দক্ষিণ বিধানসভা অঞ্চলে সামাজিক সংগঠনের সভায় যোগ দেবেন।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব ঝাড়খণ্ডের রাঁচির কাঁকে বিধানসভার এসিসি গ্রাউন্ড-এ প্রার্থী ড. জিতু চরণ রামের সমর্থনে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। এরপর ছত্তিশগড়ের রায়পুর দক্ষিণ বিধানসভা অঞ্চলে উপনির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সামাজিক সংগঠনের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। এর পরে সন্ধ্যায় নব রায়পুরে আয়োজিত ছত্তিশগড় রাজ্যোৎসবে যোগ দেবেন।

ঝাড়খণ্ড সরকার মাফিয়াদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে : নরেন্দ্র মোদী

গাড়োয়া, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়ায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ড সরকার মাফিয়াদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। রাজ্যবাসীকে পলায়নের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। আপনাদের প্রতিটি ভোট এখানে জেএমএম-আরজেডি-কংগ্রেস দ্বারা তৈরি মাফিয়া ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই (জেএমএম-আরজেডি-কংগ্রেস) তিনটি রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করে।'ঝাড়খণ্ডের যুবসমাজকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠন করার পর, ৩ লক্ষ সরকারি পদ স্বচ্ছভাবে পূরণ করা হবে।' গাড়োয়ায় এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডে আরও ভাল সুবিধার জন্য, কৃষকদের জন্য, রাজ্যে শিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে, এমনকি যখন জেএমএম সরকার বাধা সৃষ্টি করেছে তখনও। যখন আপনারা এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করবে, তারপর রাজ্যে উন্নয়নও দ্বিগুণ গতিতে হবে।'

কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় নির্মাতা গুরুপ্রসাদের পচাগলা দেহ উদ্ধার

বেঙ্গালুরু, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : ভারতের কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় নির্মাতা গুরুপ্রসাদের গলিত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার অ্যাপার্টমেন্টের ড্রয়িং রুমের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহটি ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তীব্র আর্থিক সংকটের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৫২ বছর বয়সী বিখ্যাত এ চলচ্চিত্র নির্মাতা। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে পড়ে কন্নড় চলচ্চিত্র পাড়ায়।জানা গেছে, রবিবার বেঙ্গালুরুর মদনায়কানহল্লির নিজের ফ্ল্যাট থেকেই উদ্ধার হয় মরদেহ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরে চলচ্চিত্র নির্মাতাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখেননি প্রতিবেশীরা। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকলে সন্দেহ হয় তাদের এবং তখন পুলিশে খবর দেন তারা। পুলিশ সদস্যরা এসে নির্মাতার গলিত দেহ উদ্ধার করে। 'মাতা', 'এদেলু মঞ্জুনাথ', 'স্পেশাল'-এর মতো জনপ্রিয় ছবি পরিচালনা করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। তার সবশেষ প্রজেক্ট 'আদেমা'র কাজ এখনও শেষ হয়নি।প্রতিবেদনে বলা হয়, আর্থিক সংকট এবং ঋণ থেকে রেহাই পেতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন এ পরিচালক। অন্যদিকে, এই পরিচালকের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল। কন্নড় বুকস্টোরের মালিক লক্ষ্মীকান্ত প্রয়াত পরিচালকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার দাবি, ২০১৯ সালে কন্নড় সাহিত্য ও সিনেমা সম্পর্কিত নানান বই কিনেছিলেন তিনি। ১০০টি বইয়ের ওপর ছাড়ও দাবি করেছিলেন। ৭৫টি বইয়ের মোট ৫টি করে সেট কিনেছিলেন শিক্ষার্থীদের জন্য। সেই বইয়ের ৬৫ হাজার টাকা দাম মেটাননি এই নির্মাতা। এসময় আত্মীয় এবং পরিচিতদের সঙ্গে ফোনে পর্যন্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন গুরুপ্রসাদ।

ঝাড়খণ্ডের একটি বড় শত্রু রয়েছে আর তা হল পরিবারবাদ : প্রধানমন্ত্রী

গাড়োয়া, ৪ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের একটি বড় শত্রু রয়েছে, আর তা হল পরিবারবাদ। এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়ায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি, এই তিন দলই চরম পরিবারবাদী। এই লোকজন চায় ক্ষমতার চাবি কেবল তাদের পরিবারের কাছেই থাকুক।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল- জনসাধারণের কাছে মিথ্যা বলা, জনগণকে প্রতারিত করা। তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের প্রতারিত করছে। সম্প্রতি হরিয়ানা তাদের শিক্ষা দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'তাঁরা আপনাদের রুটি ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা আপনাদের মাটিও ছিনিয়ে নিচ্ছে। জেএমএম -কংগ্রেস-আরজেডির এই কৌশল চলতে থাকলে ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী সমাজের পরিধি সংকুচিত হবে।'

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ নিশ্চিত করবে : মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ৪ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর সরকার বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ নিশ্চিত করবে। আশ্বস্ত করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। সোমবার নবনির্বাচিত বিধানসভার প্রথম দিনে জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, 'তাঁর সরকার নিশ্চিত করবে যে, জনগণকে বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এ জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

রাস্তায় যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য রায়দিঘিতে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার প্রকাশ্য রাস্তায় যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল রায়দিঘিতে। সিংহের চক বকুলতলা এলাকায়, বাড়ির অদূরে তাঁর দেহটি দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, সে বিষয়ে অন্ধকারে পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি। রায়দিঘি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যরাও কোনও অনুমান করতে পারছেন না। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, খুন হয়েছেন ওই ব্যক্তি।জানা গিয়েছে, মাস তিনেক আগে শ্রমিকের কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন দিলীপ নাইয়া নামে ওই ব্যক্তি। সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছিলেন। আর সেটাই কাল হল! রবিবার রাতে বাড়ির লোকজন খবর পান, বাড়ি থেকে কিছু দূরে দিলীপের গলাকাটা দেহ পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোক বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে প্রতিবেশীরাও। খবর যায় রায়দিঘি থানায়। এর পর ভোরের দিকে সিংহের চক বকুলতলা এলাকায় তাঁর দেহটি উদ্ধার হয়। রায়দিঘি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ তুলে নিয়ে পাঠিয়ে দেয় ময়নাতদন্তের জন্য। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আলমোরা বাস দুর্ঘটনায় শোকাহত ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা

ভুবনেশ্বর, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের আলমোরার সড়ক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন, উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলার দুর্ভাগ্যজনক সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি ভগবান জগন্নাথের কাছে প্রয়াত আত্মার শান্তি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় পাউরি-আলমোরা সীমানায় গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জন যাত্রীর, এছাড়াও আরও ২০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে অন্ততপক্ষে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

অনুরোধে মান্যতা দিল নির্বাচন কমিশন; কেরল, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে উপনির্বাচন হবে ২০ নভেম্বর

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.): একাধিক জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলের অনুরোধকে মান্যতা দিল নির্বাচন কমিশন। ১৩ নভেম্বরের পরিবর্তে কেরল, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২০ নভেম্বর। সোমবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেরল, পঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ১৩ নভেম্বরের পরিবর্তে উপনির্বাচন হবে ২০ নভেম্বর। বিভিন্ন উৎসবের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলি যেমন কংগ্রেস, বিজেপি, বিএসপি, আরএলডি এবং অন্যান্যদের অনুরোধে এবং কম ভোটার উপস্থিতির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে কেরল, পঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে উপ-নির্বাচনের সময়সূচী পুনঃ নির্ধারণ করেছে। ১৩ নভেম্বরের পরিবর্তে উপনির্বাচনের ভোট হবে ২০ নভেম্বর।

তুষারপাত পূর্ব সিকিমে, বরফের চাদরে ঢাকল ছাংগু

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : তুষারপাত পূর্ব সিকিমের ছাংগুতে। সোমবার লেক সংলগ্ন এলাকায় তুষারপাত হয়েছে। যার জেরে বরফে ঢেকে গিয়েছিল ছাংগু। এদিন ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় খুশি পর্যটকরাও। এদিকে পর্যটকদের জন্য ভালো খবর শুনিয়েছে সিকিম সরকারও। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকে উত্তর সিকিম পর্যটনের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন দফতর সূত্রে খবর, নাগা হয়ে বিকল্প সড়ক দিয়ে লাচেন এবং লাচুং যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

সমসাময়িক বাংলায় এটি দুঃখজনক সত্য যে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে : রাজ্যপাল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বেশ কিছু দিন ধরে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে। কোথাও ধর্ষণ আবার কোথাও নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন, সমসাময়িক বাংলায় এটি দুঃখজনক সত্য যে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে।পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'সমসাময়িক বাংলায় এটি দুঃখজনক সত্য যে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এটি এমন একটি বিষয় যা সমগ্র সমাজকে জোরপূর্বক এবং কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে এবং আমরা তা করব।'

ছত্তিশগড়ের রাজ্যোৎসবে অংশ নিতে সোমবার রায়পুরে যাচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব

রায়পুর ৪ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার ছত্তিশগড়ে রাজ্যোৎসব-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে নব রায়পুরের অটল নগরে রাজ্যোৎসব মেলাস্থলে। সেখানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব ছত্তিশগড়ে রাজ্যোৎসবে যোগ দিতে বিকাল ৩.৪০ মিনিটে বিমানবন্দরে পৌঁছবেন। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় তিনি রাজ্যোৎসবের অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাবেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে রাজজ্যোৎসব থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন এবং সেখান থেকে ভোপালের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বলে জানা গেছে।

হিমাচলের বানজারে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু একজনের, আহত দুজন

কুল্লু, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার বানজার থানা এলাকায় একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং গাড়িতে থাকা আরও দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। রবিবার রাতে চিন্নি যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটি বারানাগি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার এগিয়ে যাওয়ার সময় সামনে থেকে আসা গাড়িটিকে পাশ কাটাতে যাওয়ার সময় খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পুলিশ সুপার ডাঃ কার্তিকেয়ন বলেন, নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আহত শমসের সিং ওরফে রবি এবং চালক অনিল কুমার আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের সর্বোত্তম চিকিৎসার জন্য কুল্লুর আঞ্চলিক হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণরেখায় পাকিস্তানি সন্ত্রাস রুখতে কড়া দাওয়াই তথাগতের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখায় পাকিস্তানি সন্ত্রাস রুখতে কড়া দাওয়াই দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। এক্স হ্যান্ডলের এই বার্তা তিনি যুক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর অফিসের সংযোগের সঙ্গে।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "জম্মু ও কাশ্মীরে ফের শুরু হয়েছে পাকিস্তানি সন্ত্রাস। আমার প্রস্তাব: রাশিয়ানরা চেচেন জঙ্গীদের সাথে যা করেছিল তাই করুন। জঙ্গীদের মেরে ফেলার পর তাদের মৃতদেহ শূকরের চামড়ায় মুড়ে নিয়ন্ত্রণরেখায় আগুন ধরিয়ে দিন, যাতে পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণ দেখতে পায়। তারপর নিয়ন্ত্রণরেখা অঞ্চলে উর্দুতে লিফলেট বিলি করুন। বৈদ্যুতিনভাবেও একই পুনরাবৃত্তি করুন।"

সোমবার পশ্চিম থানার পুলিশ ডিজে সিস্টেমের একটি গাড়ি আটক করে।

তলানিতে

● আটের পাতার পর

করাতে সকলে পোষ্ট অফিস থেকে মুখ ঘুরিয়ে। নিচ্ছে। এরইমধ্যে সোমবার সাপ্তাহের প্রথম দিনে দেখা যাচ্ছে সঠিক সময়ে অফিসে কর্মীরা অনুপস্থিত। তাছাড়া, শান্তির বাজার পোষ্ট অফিসের ক্যাশিয়ারের দায়িত্বে থাকা শঙ্কর দাসের বিরুদ্ধে বিগত দিনেও নানান অভিযোগ রয়েছে। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা হবার সুবাদে সঠিকসময় পোষ্ট অফিসে আসেননা। সর্বদা দেরিদরে অফিসে আসে ও গ্রাহকদেরসাথে সঠিকভাবে ভালো ব্যাবহার করেনা। সোমবার দেখাযায় ক্যাশিয়ার শঙ্কর দাস অফিসের সময় পের হয়গেলেও তিনি অফিসে আসেননি। এতে করে অফিসে আসা গ্রাহকরা দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে। এদিকে, ক্যাশিয়ার শঙ্কর দাসের দেরিতে আসার কারন জানতে চাইলে অফিসের আধিকারিক এই বিষয়ে কোনো প্রকার সৎ উত্তর দিতেন পারেননি।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি দোকানের সমস্ত নথিপত্রও নিয়ে যান আধিকারিকরা।

এদিন তিনি আরও বলেন, অভিযানে চালের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই দোকানেও অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাই ওই দোকানও সাময়িককালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মহকুমা প্রশাসনের নিকট ওই নথিপথ জমা দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সজল দেববর্মা প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার আজীবন সদস্য ছিলেন। ফাউন্ডেশনের সকল কর্মযজ্ঞে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। ফাউন্ডেশনের তরফে তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করে শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ডা. সজল দেববর্মা ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, অল ত্রিপুরা ডায়াবেটিক ফোরাম সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

কল্যাণী এইমসের সামনে স্থানীয়দের বিক্ষোভ, চাকরির দাবিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

কল্যাণী, ৪ নভেম্বর(হি.স.): কল্যাণী এইমস হাসপাতালের সামনে সোমবার সকালে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় যুবক-যুবতীদের চাকরির দাবিতে হাসপাতালের মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকশো বাসিন্দা। তাদের অভিযোগ, গত কয়েক মাসে চুক্তিভিত্তিক পদে নিয়োগ হলেও সেখানে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের যুবক-যুবতীদের এইমসের বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ করা হয়েছে।স্থানীয়দের বক্তব্য, নিজেদের চাষের জমি সরকারের কাছে ছেড়ে দেওয়ার পর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এই আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া এইমস হাসপাতাল। তবে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয় যুবক-যুবতীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই কারণে পূর্বেও একাধিকবার স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিজেপির তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।সোমবার সকালে আবারও কল্যাণী এইমসের গেটে জড়ো হয়ে স্থানীয় চাকরিপ্রত্যাশী যুবক-যুবতীরা বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি, অতি দ্রুত কর্তৃপক্ষ যেন স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হাসপাতালের নিয়োগ কার্যক্রমে স্থানীয়দের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি চুক্তিভিত্তিক সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে, তবে সেই সংস্থাও স্থানীয়দের বিবেচনা করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

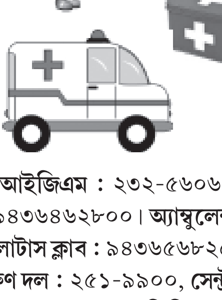

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অভিমানে দলত্যাগীদের ফিরতে আহ্বান, আবাস দুর্নীতির প্রশ্নে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি - কংগ্রেসের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে সামনে রেখেই সাধারণ নাগরিকদের পাশে থাকতে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস। রাজ্য কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন- আবাস দুর্নীতি ও লাগাম ছাড়া। প্রকৃত গরীব মানুষ বঞ্চিত। কেন্দ্র ও রাজ্য পারস্পরিক চাপান উতোরে এই সুযোগ পাচ্ছেন না। এর উপর রয়েছে আবার কাটমানির রমরমা অবস্থা। আর্থিক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এই মুহূর্তে এ নিয়ে শোরগোল তুঙ্গে। উল্লেখ্য দিল্লির ইউ পি এ সরকারের আমলে আবাস যোজনা প্রকল্পের সূচনা। অবিলম্বে, 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এদিকে, আগামী ৯ নভেম্বর থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে ও রাজপথে নামছে তারা। এর পাশাপাশি রয়েছে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা। সুবিচারের দাবিতেই সরব আমজনতা। যদিও পুলিশ ও নির্বিকার। সর্বদলীয় প্রস্তাব ও দাবি - নারী সমাজের নিরাপত্তা দরকার এবং তা সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজ্য সরকার ও প্রশাসন উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। নচেৎ কংগ্রেস সেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে পিছপা হবে না। অভিমানে যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে গিয়েছেন দলে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে অনুরাগীদের কাছে ভুল না বোঝার জন্য শ্রী সরকার আর্জি পেশ করেন।

করিমগঞ্জের স্টিমারঘাট বিএসএফ ক্যাম্পে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ভারত বিকাশ পরিষদের

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : 'আমরা বাড়িতে নেই, সেটা ভাবা যায় না শুধু আপনাদের ভালোবাসায়। রাখি বন্ধন থেকে ভাইফোঁটা, সব উৎসবে বোনদের পাশে পেয়ে আমরা আনন্দিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সুরক্ষার কাজে আমরা যাঁরা দিনরাত কাজ করছি তাঁদের অনেকে বাড়ি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। প্রত্যেক বছর রাখি বন্ধন বা ভাইফোঁটা এলেই সবার বাড়ির কথা মনে পড়ে। কিন্তু সীমান্ত ছেড়ে যাওয়া যায় না, কারণ আমাদের কাছে আগে দেশমাতৃকার সুরক্ষা বড়, দেশ সুরক্ষিত থাকলে আমাদের মা বোন সবাই সুরক্ষিত থাকবে। তবে আমরা গর্বিত, প্রতিটি উৎসবে আপনাদের পাশে পেয়ে। আপনাদের ভালোবাসায় আমরা ভুলে যাই নিজেদের বাড়ির কথা। এভাবে সব ক্ষেত্রে আপনাদের ভালোবাসায় আমরা পাব, এই আশা রাখছি।' ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ভারত বিকাশ পরিষদের করিমগঞ্জ শাখার উদ্যোগে করিমগঞ্জের স্টিমারঘাট বিএসএফ ক্যাম্পে এক অনুষ্ঠানে এভাবে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিএসএফের ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইনস্পেক্টর পবন কুমার।

পবন কুমার বলেন, 'আমাদের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সঞ্জয় কুমার আসতে না পারায় তাঁর নির্দেশে তাঁর হয়ে আমি আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা দিচ্ছি।এদিকে ভারত বিকাশ পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা নিখিল দাস বলেন, 'উৎসবের দেশ ভারত। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। প্রতিটি দিনই আমাদের কাছে কোনও না-কোনও কারণে ''বিশেষ''। এ মুহূর্তে চলছে উৎসবের মরশুম। দীপাবলি যেতেই ভাইফোঁটা। উৎসবের এই বিশেষ দিনগুলিকে আমরা সকলেই খুব আড়ম্বরে উদযাপন করি। বিশেষ এই দিন উদযাপনের পেছনে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই যে রয়েছে তা নয়, এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো নিজের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে উৎসবের বিশেষ এই দিনটিকে সামনে রেখে সেতু বন্ধন করা। হিন্দু ধর্মে ভাইফোঁটার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভাই ও বোনের মধ্যে অটুট ''বন্ধন''কে উদযাপন করা হয় এই উৎসবে। বোনেরা ভাইদের কপালে মঙ্গল তিলক পরিয়ে দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন এবং সারাজীবন যে কোনও ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পায় সেই প্রার্থনাও করা হয়।

এদিন পরিষদের মহিলা সদস্যরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে নিজেদের হাতে পিঠে, মিষ্টি নানা ধরনের খাদ্য বানিয়ে আনেন জওয়ানদের জন্য। প্রথমে প্রত্যেক মহিলা সদস্য বিএসএফ-এর জওয়ানদের প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করেন। এর পর বিজয় তিলক পরিয়ে দেন সেনাভাইদের কপালে। অনুষ্ঠান শেষে ভারত বিকাশ পরিষদের সম্পাদক নন্দকিশোর বণিক সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ছট পুজো উপলক্ষে পরিবর্তিত চক্র রেল পরিষেবা, বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা পূর্ব রেলের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর(হি.স.): ছট পুজো উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের ভিড় সামলাতে আগামী ৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ৮ নভেম্বর দুপুর ৩টা পর্যন্ত চক্র রেলের পরিষেবা পরিবর্তন করা হয়েছে। কলকাতা পোর্ট পুলিশের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল, সোমবার জানিয়েছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জন সংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। বিভিন্ন ট্রেন বাতিল, রুট পরিবর্তন এবং শর্ট টারমিনেট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে আগত পুণ্যার্থীদের যাতায়াতে কোনও বিপত্তি না ঘটে।

ছট ও দীপাবলী উৎসবকে কেন্দ্র করে পূর্ব রেল পাঁচ হাজারেরও বেশি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। আসানসোল, কলকাতা ও বিহার থেকে অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হচ্ছে। বিশেষ ট্রেনের তালিকায় রয়েছে ভাগলপুর ও মালদা থেকে আনন্দ বিহারগামী সেকেন্ড ক্লাস ট্রেন, যা তুলনামূলকভাবে কম খরচে যাত্রী পরিবহনে সহায়ক হবে। এছাড়াও মালদা টাউন থেকে বন্দ্রা, শিয়ালদহ, জামালপুর, ভাগলপুর, নিউ দিল্লি, উন্না ও গোরখপুরগামী ট্রেনগুলি চালু রয়েছে। আসানসোল থেকে প্রতিদিন পাটনাগামী স্লিপার ক্লাস ট্রেন চালানো হচ্ছে। যা রাত আটটার মধ্যে পৌঁছে দেবে পাটনায়।পূর্ব রেলের উদ্যোগে এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সতর্কতামূলক প্রচারাভিযানও চালানো হচ্ছে যাতে যাত্রীরা উৎসবের মরশুমে নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন। আরপিএফ এবং টিকিট পরীক্ষকরা যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং সমস্ত রকম নিরাপত্তার দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করছেন।

রাজ্যে হিংসা প্রতিরোধে সচেতনতার আহ্বান রাজ্যপালের, কারগিল শহীদদের পরিবারকে সম্মাননা প্রদান

কলকাতা, ৪ নভেম্বর(হি.স.): রাজ্যে বারবার ঘটে চলা গণধর্ষণ ও হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, এই ধরণের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে সাধারণ মানুষকে আরও সজাগ ও সচেতন হওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি এ বিষয়টি রুখতে রাজ্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল কারগিল যুদ্ধের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যুদ্ধের শহীদদের পরিবারের সদস্যদের সম্মান জানাতে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৯ জন পরিবার, যাদের পরিবারের সদস্যরা কারগিল যুদ্ধে দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। এই শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, শহীদদের ত্যাগের জন্য গোটা দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।এদিন রাজ্যপাল তার ভাষণে ইন্ডিয়ান আর্মির প্রশংসা করে বলেন, দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সেনাবাহিনী দেশবাসীর সুরক্ষায় যে দায়িত্ব পালন করছে, তা অনস্বীকার্য।

অতিমাত্রায় নাইট্রোজন যুক্ত সার ব্যাবহারের দরুন ধান লজিং, দাবি কৃষি বিজ্ঞানীদের

দুর্গাপুর, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : পটাশ সারের সঠিক ব্যাবহার না করা। তার ওপর অতি মাত্রায় নাইট্রোজেনযুক্ত সারের ব্যাবহারের দরুন ধান গাছ লজিং অর্থাৎ মাঠেই নুইয়ে পড়ছে। সম্প্রতি দানা'' ঘূর্নিঝড়ের প্রভাবে মাঠে ধান পড়ে নষ্ট হওয়ায় এমনটাই দাবী করছেন কৃষি বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ মহল। তবে কৃষকদের আগ্রহের ওপর সব নির্ভর করছে।

প্রসঙ্গত, ধান উৎপাদনে দেশের শীর্ষস্থানে থাকে পূর্ব বর্ধমান। দামোদর উপকূলবর্তী সেচের সুবিধা থাকায় বছরে দু-বার ধান চাষ হয়। এছাড়াও শীতকালিন আলু, সব্জি চাষও হয়। চলতিবছর একের পর এক ঘূর্নী ঝড়ের চোখ রাঙানি থাকলেও বর্ষায় চাষে বৃষ্টি র জলের খামতি ছিল না। ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাব পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। বেড়েছে বৃষ্টির পরিমান সাথে দমকা হাওয়া। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, দানার প্রভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে গড় ৯৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে রায়না, খন্ডঘোষ, জামালপুর, গলসী ব্লকে ঝড়ের প্রভাব ছিল। আর তাতেই মহা বিপদের মুখে জেলার কৃষকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা বাংলার শস্যভাণ্ডার হিসেবেই পরিচিত। জেলার গলসী, খন্ডঘোষ, রায়না, মাধবডিহি, জামালপুর এলাকায় এই সময় লাভজনক সুগন্ধি ধানের চাষে আগ্রহ বেশী। তাই সুগন্ধী ধান গোবিন্দ ভোগের চাষও হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় চলতি মরশুমে ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৮৫ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। তার মধ্যে লাল স্বর্ন ধান বেশী চাষ হয়। তার সঙ্গে সুগন্ধী ধান চাষও হয়েছে। আর এই বিপুল পরিমাণ ধান চাষের ওপর কার্যত থাবা বসিয়েছে "দানা"। এ যেনো পাকা ধানে মই দিয়েছে। রায়না, জামালপুর, খন্ডোঘোষ, গলসী, মেমারী ব্লকের বিস্তীর্ণ ধান জমিতে ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির কারণে বিঘার পর বিঘা জমির সুগন্ধী ধান পড়ে প্লাবিত হয়েছে। গোবিন্দভোগ সহ দেশীয় ধান জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ওই ধান উচ্চতায় অনেকটা লম্বা হয়। এইসময় ধানের ফুল আসে। ঝড়ে মাঠেই নুইয়ে পড়েছে ধান। তার সঙ্গে যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে জলমগ্ন চাষজমি। জমির জল শুকোতে অনেক সময় লাগে, ফলে জমা জল ফসল নষ্ট হয়েছে। গলসী-১ নং ব্লকের শিড়রাই, পারাজ, লোয়া-রামগোপালপুর, লোয়া কৃষ্ণরামপুর, চাকতেঁতুল, রনডিহা, নক্ষরবাঁধ, কসবা মানাচর, সোদপুর মানাচর সহ বেশ কিছু এলাকায় ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই অবস্থা বুদবুদের কুপুই নদীর তীরবর্তী পান্ডুদহ, বেলেডাঙা এলাকায়। জানা গেছে, ওইসব এলাকায় মূলত কম সময়ের উচ্চফলনশীল প্রজাতি ধান চাষ হয়েছিল। ধান কাটার পরই ওই জমিতে আলু চাষ হয়। ধান অনেক জমিতে পাকতে শুরু করেছে। এই সম ধান পড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় জেলায় ১৭ হাজার ২১৭ হেক্টর জমির ধান লজিং হয়েছে। নাইট্রোজেন যুক্ত সার ব্যাবহারের ফলেই ধানগাছ লজিং হয় বলে দাবী করছে কৃষি বিজ্ঞানীরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলা এগ্রিকালচার সিড সার্টিফিকেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাজীব নন্দী বলেন,' নাইট্রোজেন যুক্ত সার বেশী ব্যাবহার করলে ধান গাছের গোড়া দুর্বল হয়। ফলে সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে লজিং হয়ে যায়। তাই পটাশ সার সঠিক ব্যাবহার করা দরকার।'

বুদবুদ কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর ঘড়ুই বলেন,' সঠিক মাত্রায় নাইট্রোজেন যুক্ত সারের ব্যাবহার হয় না। তার ওপর ফসফরাসের ঘাটতি থাকে। চাষের শুরুতে চাপানে পটাশ সার ঠিকমত ব্যাবহার না হওয়ার ফলে ধানের গোড়া মজবুত হয় না। দুর্বল হওয়ায় পড়ে যায়। চাষের শুরুতে চাপানে বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৫ কেজি পটাশ দেওয়া দরকার। তারপর ৪০-৪৫ দিনের মাথায় ধান নিড়িয়ে আর একবার ১২-১৫ কেজি পটাশ দেওয়া দরকার। তাতে ধানের গোড়া মজবুত হবে। পোকামাকড় ধরবে না। ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে। তারজন্য চাষীদের সঠিক প্রশিক্ষনের দরকার।' আর এক কৃষি বিশেষজ্ঞ সৌম্যসারথী কুন্ডু বলেন,' ধানের ফুল আসার সময় লজিং হলে পরাগ মিলন হয় না। জমিতে ধান জলে ডুবে থাকার ফলে ধান নষ্ট হয়ে যায়। দানা পুষ্ট হয় না। তারজন্য ধানের গোড়া মজবুত হওয়া দরকার। পরিমান মত পটাশ সারের প্রয়োগ দরকার। চাষীদের সচেতন হতে হবে।' বুদবুদ কৃষি বিজ্ঞান গবেষনাগারের ডিরেক্টর ডঃ আজিজুর রহমান বলেন,' ধান লজিং হলে ঘুরে দাঁড়ানোর কোন প্রশ্নই নেই। সুগন্ধী ধানে জৈব সার প্রয়োগ করা দরকার। অজৈব সার প্রয়োগ করলে সুগন্ধী থাকে না। সচেতনতার জন্য চাষীদের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের চাষীরা চাহিদা অনুযায়ী লাল স্বর্ন ধানের চাষ বেশী করে। কারন, চালের দানা মোটা হলেও কম সময়ে, কম খরচে বেশী ফলন হয়। রাইস মিলে সহজে ওই ধান বিক্রি করতে তাদের সুবিধা হয়। একই প্রজাতিতে সব গুন থাকে না। চালের সরু দানা হলে ফলন কম হবে। বিকল্প প্রজাতির সরু দানার ধান চাষের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। সেভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি।' গলসী-১ নং ব্লকের এফপিও র চিপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেখ আমির মহম্মদ বলেন,' প্রকৃতির দুর্য্যোগ আটকানো যাবে না। তবে সচেতন হতে হবে চাষীদের। বিজ্ঞানের যুগে কৃষিকাজ যতটা সহজ হয়েছে, ততটাই ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ধানা কাটার হার্ভেস্টার ব্যাবহারে খড় পাওয়া যায় না। ফলে পশুপালন কমেছে। জৈব সার উৎপাদন হয় না। ফলে চাষীরা রাসায়নিক সার ব্যাবহার করছে। পরিমান মতো রাসায়নিক সার ব্যাবহার না করায় ধান লজিং হচ্ছে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।' রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন,' বিকল্প প্রজাতির ধান চাষ আছে, সেটা কৃষকদের মনে আস্থা থাকা দরকার। কৃষকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যে ধান সহজে বাজার জাত করা যায়।' তিনি আরও বলেন, 'একটা সময় সাধারন ধানের চাহিদা ছিল না। তখন বিকল্প ভ্যারাইটি সুগন্ধী ধানের চাষ বাড়িয়েছিল। একই জমিতে সুগন্ধী ধানের চাষ করলে অন্তত ৩০ শতাংশ বেশী লাভ করছে। সেইজন্য সুগন্ধী ধানের প্রসার করা হচ্ছে।' শস্যবিমা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' যতটা শস্য বিমা হয়, তার সম্পুর্ন অর্থ দেওয়ার বাজেট করা হয়। বাৎসরিক ৮০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়। যদি তার বেশী প্রয়োজন হয়, দেওয়া হবে।'

মালদায় বৃদ্ধার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

মালদা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : পুরাতন মালদার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নজরপুর গ্রামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। মৃত মহিলার নাম রত্না সরকার (৫৬)। তার স্বামী অনেক আগেই মারা গেছে। বাড়িতে ছেলে, মেয়ের জামাই ও নাতি আছে। নিহতের ছেলের দাবি, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় তার মা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তাই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় লোকজনের দাবি, ছেলে ও পুত্রবধূ মিলে ওই মহিলাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে পুলিশ। মালদা থানার এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়ায় মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছট পুজো উপলক্ষে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মালদা পুলিশ

মালদা, ৪ নভেম্বর(হি.স.): ছট পুজোর আগে দুর্ঘটনা এড়াতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর মালদা জেলার পুলিশ প্রশাসন। বিশেষভাবে ২০২১ সালে ছট পুজোর সময় বারদুয়ারী এলাকায় ঘাটের মঞ্চ ভেঙে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর আরও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন।সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সোনাম ওয়াঙদি লামা ছট পুজোর ঘাট পরিদর্শন করেন। সেই সময়ে তাঁরা ঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং পুজো উদ্যোক্তাদের বেশ কিছু নির্দেশ প্রদান করেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, মঞ্চ যেন অবশ্যই মাটির ওপর নির্মিত হয়, পুকুরের জলের ওপর মঞ্চ তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে এক স্থানে মঞ্চ নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হলেও, সেটি খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ।

নবান্ন জ্বালানোর দাবি জানিয়ে বিপাকে পড়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ কলকাতার যুবক

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নবান্ন জ্বালানোর দাবি জানিয়ে বড়সড় বিপাকে কলকাতার যুবক।মামলা খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ওই যুবক।

জানা গিয়েছে, একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে সম্প্রতি এমন পোস্ট করে ট্যাংরা থানা এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি নজরে আসতেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আবেদন করে যুবক। এরপরই পুলিশের কাছে কেস ডায়েরি তলব করেছেন বিচারপতি। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে ট্যাংরা থানার পুলিশকে তা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগে কোনো ফৌজদারি রেকর্ড আছে কি না জানতে চান বিচারপতি। 'কথা কম, কাজ বেশি' নামের ওই গ্রুপে এমন মন্তব্য করা হয় বলে জানিয়েছেন মামলাকারীর আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।প্রসঙ্গত, কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সুবিচারের দাবিতে চলছে বিক্ষোভ। ৮৭ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও মামলার কোনও সুরাহাই হয়নি।

শিলিগুড়ি শহরেই মহিলা আইএফএ শিল্ড, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ফুটবলের আসর

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.): উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে অর্থাৎ প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গের এই শহরে মহিলা আইএফএ শিল্ড শুরু হতে চলেছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফুটবলের আসর। সোমবার বৈঠকে শিলিগুড়ি''কে ভেন্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলা ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ইন্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে আইএফএ ''র সদর দফতরে শিল্ড কমিটির বৈঠক এই বিষয়ে প্রাথমিকস্তরে আলোচনা হয়েছে। এদিনের এই বৈঠকে পুরুষদের আইএফএ শিল্ড নিয়েও আলোচনা হয়। আগামী মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে এই প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে। ব্রাজিলের একটি দল ছাড়াও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান ফুটবল দলের খেলার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এই বৈঠকে আইএফএ শিল্ড কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াও আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব মহম্মদ জামাল ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুফল রঞ্জন গিরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে আদিবাসী ঐতিহ্যে বাঁদনা পরবের উদযাপন

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ নভেম্বর(হি.স.) : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ১ ব্লকের নাড়াজোল অঞ্চলের হরিরাজপুরে ঐতিহ্যবাহী বাঁদনা পরব উদযাপিত হলো। হরি রাজপুর যুবগোষ্ঠী ও হরিরাজপুর বাঁদনা পরব কমিটির উদ্যোগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জনজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি, আদিবাসী নৃত্য এবং ধামসা-মাদোলের তালে গরুর নাচের মধ্য দিয়ে চাঁদবাঁদানী উৎসব ও বাঁদনা পরব পালন করা হয়।বাঁদনা পরব একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব যা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়, যেমন সাঁওতাল, কুরমি, বাউড়ি, রাজোয়ার, নাপিত, বাগাল, গোয়ালা, লোধা, বাগদি, মুন্ডা, কুইরি, কুমহার প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। প্রতিবছর কার্তিক মাসে কালীপূজার পর এই পরব পালিত হয় এবং এর সংগীতকে ''অহিরা গান'' বলা হয়।ছোটনাগপুর ও মানভূমের পাশাপাশি রাঢ় বাংলার এই অঞ্চলের গ্রামগুলোতেও বাঁদনা পরবকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ শুরু হয়েছে। হুগলি ও বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চলে সাঁওতাল সম্প্রদায় এই উৎসব কালীপূজার সময় পালন করে থাকে। মূলত গো-বন্দনার জন্য পরিচিত এই উৎসবটি এক মাস ধরে চলে।বাঁদনা পরবে আদিবাসী মহিলারা নিজেদের মাটির ঘরগুলো রং ও আলপনায় সাজিয়ে তোলেন। পুরুষেরা গরু-মোষের যত্ন নেন। জমির কৃষিকাজ শেষ হওয়ার পর গবাদি পশুদের বিশ্রামের এই সময়ে গোয়ালঘর পরিষ্কার করে গরু ও মোষকে স্নিগ্ধভাবে সজ্জিত করা হয়। তাদের শিংয়ে তেল ও সিঁদুর লাগানো হয়, গলায় মালা এবং শিংয়ে ধানের শীষ দিয়ে তাদের বরণ করা হয়।উৎসবের প্রথম দিন আদিবাসীরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা করেন এবং রাতে ধামসা-মাদোলের সুরে নাচ-গানের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। এরপর শুরু হয় ''গরু খুঁটানো'' রীতি, যেখানে গ্রামের খোলা মাঠে গরুকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়। গরুর শিংয়ে তেল, কপালে সিঁদুর এবং গলায় মালা, ঘণ্টা, ঘুঙুর পরে বরণ করা হয়। পুরুষেরা চামড়া বা লাল কাপড় হাতে নিয়ে সেই গরুর দিকে এগিয়ে যান, যা উৎসবের অংশ হিসেবে সিম্বলিক আচার।

সঞ্জয় যে দাবিটা করছে, সেটা তদন্ত করে দেখা উচিত, দাবি অধীরের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): আর জি কর-কান্ডে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী বলছেন, ''এটা সংগঠিত অপরাধ। আরও অনেকে এর সঙ্গে জড়িত। সঞ্জয় যে দাবিটা করছে, সেটা কিন্তু তদন্ত করে দেখা উচিত।'' সোমবার অধীর চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, একজন অপরাধী যখন একথা বলে তখন তা পুনর্বিবেচনা পুনর্তদন্তের প্রয়োজন হয়। কারণ প্রথম থেকে আমরা সবাই জানি, একা একটি ব্যক্তির পক্ষে ওইরকম একটি হাসপাতালে গিয়ে ওইভাবে ধর্ষণ ও খুন করা সম্ভব নয়। এটা সংগঠিত অপরাধ। আরও অনেকে এর সঙ্গে জড়িত। হয়তো ফাঁসানোও হতে পারে, এরকম কথা এর আগেও শোনা গিয়েছিল।

তাই সিবিআইয়ের কাছে দাবি করব, এই ঘটনার আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হোক। সংগঠিত অপরাধ, যেখানে প্রশাসন-সরকার জড়িত। এটা একটা প্রতিষ্ঠানগত অপরাধ। ফলে, একক ব্যক্তির দ্বারা এতবড় অপরাধ সম্ভব নয়। তদন্তের গতিপ্রকৃতি আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সিবিআই-পুলিশ তাদের মধ্যে কী সমঝোতা আমাদের জানা নেই। পুলিশ যেমন ধামাচাপা দেওয়া চেষ্টা করেছে, তেমনি সিবিআই তদন্ত না করে আমাদের অন্ধ কানা গলিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেরাচ্ছে।

দুই বছর আগে শিলান্যাস, ছয় মাসেই উঠে যায় রাস্তার পিচ; কালভার্টে গর্তে পড়ে রক্ষা পেল অ্যাম্বুলেন্স

মালদা, ৪ নভেম্বর(হি.স.): দুই বছর আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে শিলান্যাস করা হলেও, মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই উঠে গিয়েছে রাস্তার পিচের চাদর। এবার সেই বেহাল রাস্তার কালভার্টের গর্তে পড়ে যায় রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স। সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছেন রোগী, তার পরিবার এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের গোপাল কেডিয়া মোড় থেকে গোলা মোড় পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা এখন বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় গর্ত এবং একটি কালভার্টের উপরে বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, যা যানবাহন চলাচলের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এদিন সেই কালভার্টের গর্তে রোগীসহ একটি অ্যাম্বুলেন্স পড়ে যায়, যদিও বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। এলাকা জুড়ে বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে, আর এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে স্থানীয়রা। তারা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া ঘটনার পরপরই ব্লক প্রশাসনকে একদিনের মধ্যে কালভার্টের গর্ত সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিজেপির অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং কাটমানির জন্যই রাস্তার অবস্থা এত তাড়াতাড়ি বেহাল হয়ে পড়েছে। বিজেপির দাবি, সরকার বড় দুর্ঘটনার অপেক্ষা করছে, তারপরই পদক্ষেপ করবে।তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করে বলা হয়েছে, রাস্তার কাজের টেন্ডার শীঘ্রই করা হবে এবং দ্রুত সংস্কার কার্যক্রম শুরু হবে। কিন্তু তৃণমূলের দাবি, এই রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়লেও বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু নিজের দায়িত্ব পালন করছেন না। রাজনৈতিক তরজায় জড়িয়ে পড়েছে এই ঘটনা এবং উন্নয়ন প্রশ্নে শুরু হয়েছে দোষারোপের পালা।

মাঠ প্রস্তুত : আগামীকাল থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা-বরোদা রঞ্জি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠ প্রস্তুত। আশা করা হচ্ছে, এবার হয়তো নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু করা যাবে। ওড়িশা ত্রিপুরা ম্যাচ পুরো চার দিন মাঠের কারণে ভেস্তে যাওয়ার পর ত্রিপুরা মুম্বাই ম্যাচও কিন্তু শুরুতে এক ঘন্টা ৪৫ মিনিট দেরিতে শুরু করতে হয়েছিল। এবার বরোদা ত্রিপুরা ম্যাচে আশা করা হচ্ছে এই সমস্যাটা হবে না। তবে প্রকৃতির খেয়ালে সকালবেলার কুয়াশা আদৌ কিছুটা সমস্যা তৈরি করবে কিনা, সেটা সময়ই বলবে। খেলোয়াড়রাও প্রস্তুত প্রায়। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণায় রঞ্জি খেলোয়াড়রা আজ বেলা ১১টায় যথারীতি এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করেছেন। মুখ্য কোচ এবং সহকারী কোচদের পরামর্শ ক্রমে প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিসও করেছেন। সফরকারী বরোদা দলের খেলোয়াড়রাও যথাসময়ে অনুশীলনে নিয়োজিত ছিলেন। মাঝে আর একটিমাত্র দিন রয়েছে। ৬ নভেম্বর বুধবার থেকে ত্রিপুরা, বরোদার রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচ শুরু হচ্ছে। ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা প্রয়োজনীয় অনুশীলন করছে। টিসিএ থেকে ঘোষিত ১৭ জনের স্কোয়াড আজ যথারীতি এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করে অনুশীলনে মনোনিবেশ করেছেন। এদিকে, ক্রুনাল পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন বরোদা দলও ইতোমধ্যে আগরতলায় পৌঁছে কো-অর্ডিনেটরদের সহযোগিতায় এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করেছেন। বরোদা দল আপাতত ৩ ম্যাচের শেষে জয়ের হ্যাটট্রিকের সুবাদে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বরোদা দল আপাতত এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করলেও ত্রিপুরার খেলোয়াড়রাও মাঠে সেরা খেলাটা খেলতে চাইছে। পয়েন্ট তালিকায় ত্রিপুরা রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে। তিন ম্যাচ থেকে নয় পয়েন্ট পেয়ে। দুদলের সম্ভাব্য খেলোয়াড়রা হলো - বরোদা দল: ক্রুনাল পান্ডিয়া (অধিনায়ক), বিষ্ণু সোলাঙ্কি, জ্যোতস্নিল সিং, শিবালিক শর্মা, শাশ্বত রাওয়াত, মিতেশ পেটেল (উইকেট রক্ষক), মহেশ পিঠিয়া, ভার্গব ভাট, অমিত সিং, নিনাদ রাথভা, অভিমন্যু সিং, কিনিত প্যাটেল, রাজ লিম্বানি, সৌমি পান্ডে, এ বি মোরে।

ত্রিপুরা দল: বিক্রম কুমার দাস, জীয়নজোৎ সিং, শ্রীদাম পাল, তেজস্বী জয়সোয়াল, মানদীপ সিং (অধিনায়ক), শরথ শ্রীনিবাস (উইকেট রক্ষক), বিক্রম দেবনাথ, মনিশঙ্কর মুরাসিং (সহ অধিনায়ক), পারভেজ সুলতান, রানা দত্ত, অজয় সরকার, সন্দীপ সরকার, সৌরভ দাস, জয়দীপ বণিক, শংকর পাল, রজত দে, অভিজিৎ সরকার।

জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ রাজ্য দলের রওনা ৯ নভেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। চতুর্থ জাতীয় জুনিয়র, সিনিয়র ও মাস্টার ফিন সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ এ বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নিউ দিল্লির ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সুইমিং পুলে। আগামী ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা। বিগত দিনের মতো এবারও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ত্রিপুরা। ইতিমধ্যেই আগরতলা উমাকান্ত সুইমিং পুলে বিশেষ শিবিরের মধ্য দিয়ে গঠন করা হয় চূড়ান্ত রাজ্য দল। আন্ডার ওয়াটার স্পোর্টস এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে রাজ্য দলটি নতুন দিল্লির উদ্দেশ্যে আগামী ৯ নভেম্বর রেলপথে রাজ্য ত্যাগ করবে।

ঘোষিত রাজ্য দলটি হল জুনিয়র বালক বিভাগে জেদরিক হালাম, আয়ুস আচার্য্য, উসমান গনি, সায়ন দেবনাথ, অনল ভৌমিক, মৃগাঙ্ক দে, নিখিল রিয়াং, দ্বীপায়ন জমাতিয়া, সায়ন দাস, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, রুনেল চাকমা, অনিকেস শীল, সুমিত দেবনাথ, অরিত্র দত্ত, রৌশন কুমার দাস, ব্রতন্দ্র চৌহান, হৃদয় বর্মন, অভয় বর্মন, শ্রীমন্ত বর্মন, নীলাশীষ মজুমদার। জুনিয়র বালিকা বিভাগে দিভিজা লস্কর। সিনিয়র গ্রুপে আফতাব হোসেন, পবন দে, শুভজিৎ দে।

মাস্টার গ্রুপে দীপসন দেববর্মা, সত্য সাহা ও সঞ্জুয়ার হোসেন। রাজ্য দলের সাথে প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন শান্তনু দাস ও ম্যানেজার সিরাজ মিয়া।

দলে অফিসিয়াল হিসেবে থাকবেন রঞ্জিত চক্রবর্তী, সত্য সাহা ও সঞ্জুয়ার হোসেন।

রাজ্য ভিত্তিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনে প্রস্তুতি বৈঠক আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৪২-তম ত্রিপুরা রাজ্য যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ আগামী ১৬ ও ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এবার এই প্রতিযোগিতা ধলেশ্বরস্থিত প্রাচ্য ভারতী স্কুলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে আগামী ৬ নভেম্বর বেলা ১১ টায় এগিয়ে চল সংঘে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলতঃ রাজ্য ভিত্তিক আসর আয়োজনের লক্ষ্যে এই প্রস্তুতি সভায় এক অর্গানাইজিং কমিটি এবং প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি সমূহ গঠন করা হবে। এতে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য-সদস্যা এবং সকল জেলা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক এমনকি যোগাপ্রেমী সংগঠকদেরও এতে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্ত এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

বলরামজি দাস ট্যান্ডন মেমোরিয়াল ক্রিকেট খেলতে ত্রিপুরা দল আজ চন্ডিগড় যাচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল এখনও ত্রিপুরায়। রওয়ানা হবে আগামীকাল (মঙ্গলবার) চন্ডিগড় এর উদ্দেশ্যে। সেখানকার পঞ্চকুলায় তাও দেবি লাল সেক্টর থ্রিতে আজ, সোমবার থেকে চতুর্থ বলরামজি দাস ট্যান্ডন মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। আয়োজক চন্ডিগড় ক্রিকেট এসোসিয়েশন। আটটি দলকে নিয়ে আয়োজিত এবারকার টুর্নামেন্ট চলবে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত। অনূর্ধ ১৬ বালকদের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ত্রিপুরা দল আগামীকাল চন্ডিগড় এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে। ত্রিপুরা দলের প্রথম খেলা দিল্লির বিরুদ্ধে ৭ ও ৮ নভেম্বর। দুদিনের ম্যাচ। ৯ নভেম্বর ত্রিপুরা দলের একটি ম্যাচ রয়েছে, ৫৫ ওভারের চন্ডিগড় বি দলের বিরুদ্ধে। ১০ ও ১১ নভেম্বর ত্রিপুরা দল পরবর্তী ম্যাচ খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। রাজ্য দলের অবস্থান পুল বি-তে। পুল এ-এর চারটি দল হলো চন্ডিগড় এ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর এবং মিজোরাম। সেমিফাইনাল ম্যাচ রয়েছে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর। ফাইনাল ম্যাচ ১৬-১৭ নভেম্বর। এদিকে আজ প্রথম দিনের খেলায় চন্ডিগড়এ দল হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ১৮৭ রানে এগিয়ে রয়েছে। অপর খেলায় জম্মু-কাশ্মীর ১১৩ রানের ব্যবধানে মিজোরাম থেকে এগিয়ে রয়েছে। অপর খেলায় দিল্লি পাঞ্জাব থেকে ৩৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে।

ভারতের হারে লাফাচ্ছেন আক্রম, ‘রোহিতের এই দলকে পাকিস্তানও হারিয়ে দেবে’

মাস খানেক আগে ছবিটা অন্য রকম ছিল। বাংলাদেশকে সিরিজে চুনকাম করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সকলের উপরে ছিল ভারত। অন্য দিকে বাংলাদেশের কাছে ঘরের মাঠে হেরে একেবারে শেষে ছিল পাকিস্তান। সেই ছবিটা বদলে গিয়েছে। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হেরেছে ভারত। পাকিস্তান হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। ভারত হারতেই রোহিত শর্মাদের খোঁচা দিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম। তাঁর মতে, ঘূর্ণি উইকেটে ভারতকে এখন পাকিস্তানও হারিয়ে দেবে। অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের এক দিনের ম্যাচে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন আক্রম। সেখানে তাঁর সহ-ধারাভাষ্যকার মাইকেল ভনের সঙ্গে আলোচনার সময় এ কথা বলেন আক্রম। ভন প্রথমে বলেন, “আমি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে টেস্ট সিরিজ দেখতে চাই।” জবাবে আক্রম বলেন, “তা হলে তো খুব ভাল হয়। দুটো ক্রিকেট পাগল দেশের মধ্যে সিরিজ ক্রিকেটের পক্ষেই ভাল বিজ্ঞাপন।”

আক্রমের কথার প্রেক্ষিতে ভন বলেন, “এখন তো পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পারবে।” ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের কথায় সম্মতি জানান আক্রম। খোঁচার সুরে তিনি বলেন, “এখন ঘূর্ণি উইকেটে ভারতের এই দলকে পাকিস্তানও হারিয়ে দেবে। ওরা ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে হেরেছে।”

তিন টেস্টের সিরিজে ভারতের যে ৫৭টি উইকেট পড়েছে তার মধ্যে ৩৭টি উইকেট নিয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের স্পিনারেরা। অজাজ পটেল, মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপ্সের স্পিন সামলাতে হিমশিম খেয়েছেন রোহিত, কোহলিরা।

চোট সারাতে স্পেনে হেক্টর ছুটি কাটিয়ে প্রস্তুতি দিমিত্রিদের

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটে ওঠার রাত থেকেই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুসো-র ভাবনায় ঢুকে পড়েছে আইএসএল। আগামী শনিবার যুবভারতীতে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ। কিন্তু রক্ষণের অন্যতম ভরসা হেক্টর ইউসতে কি খেলবেন? ভুটানের থিম্পু থেকে কলকাতায় ফিরেই তিনি স্পেন উড়ে গিয়েছেন। বসুন্ধরা কিংস ম্যাচে চোট পেয়ে ৫৫ মিনিটে উঠে গিয়েছিলেন হেক্টর।

তা সত্ত্বেও নেজমেহ এসসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন স্পেনীয় ডিফেন্ডার। কিন্তু ৪৮ মিনিটের বেশি খেলতে পারেননি। তার পর থেকেই মহমেডানের বিরুদ্ধে হেক্টরের খেলা নিয়ে সংশয় বাড়তে শুরু করে। শনিবার ভুটান থেকে কলকাতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল। রাতেই চোট সারাতে স্পেনে উড়ে যান হেক্টর। সাত অথবা আট নভেম্বর কলকাতায় ফেরার কথা তাঁর। ইস্টবেঙ্গল শিবিরের আশা, মহমেডান ম্যাচের আগেই সুস্থ হয়ে উঠবেন হেক্টর। এক কর্তা বললেন, “ডাক্তার দেখাতে স্পেন যেতে চেয়েছিল হেক্টর। আমরা আপত্তি করিনি। মহমেডান ম্যাচের আগেই ওর কলকাতায় ফেরার কথা। আশা করছি, হেক্টর খেলতে পারবে।” হেক্টর-কে নিয়ে অস্বস্তির মধ্যেই আজ, সোমবার থেকে মহমেডান ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করছেন অস্কার। টানা ছ’টি ম্যাচ হেরে আইএসএলের পয়েন্ট টেবলে ১৩তম স্থানে ইস্টবেঙ্গল।

নেজমেহ-র বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পরেই অস্কার জানিয়ে দেন, আইএসএলে ঘুরে দাঁড়ানোই প্রধান লক্ষ্য।

বলেছিলেন, “আইএসএলে আমরা ভাল জায়গায় নেই। আশা করছি, এ বার ছবিটা বদলাতে পারব।” ফুটবলাররাও মরিয়া মহমেডানকে হারিয়ে আইএসএলে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে। তাঁদের কথায়, “এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ এখন অতীত। এ বার আইএসএলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে।”

মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পরের ম্যাচ আগামী রবিবার ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে। হায়দরাবাদ এফসি-কে ২-০ হারিয়ে ছয় ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে ফুটবলারদের তিন দিন ছু’টি দিয়েছিলেন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মলিনা। রবিবার বিকেল থেকে তিনি ওড়িশা ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

অধিনায়ক কামিন্স জেতালেন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম এক দিনের ম্যাচে হার পাকিস্তানের

টেস্ট হোক এক দিনের ম্যাচ, দরকার পড়লেই দলের উদ্ধারকারী হয়ে ওঠেন প্যাট কামিন্স। সোমবার আরও এক বার সেই জিনিস দেখা গেল। দলের বিপদের সময়ে কামিন্সের ব্যাটে জিতল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম এক দিনের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ২ উইকেটে।

আগে ব্যাট করে ২০৩ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৩৩.৩ ওভারে সেই রান তুলে নেয়।

টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শুরুতেই সাইম আয়ুবকে (১) হারায় তারা। কিছু ক্ষণ পরে ফেরেন আবদুল্লা শফিকও (১২)। দলের হাল ধরেন সেই দুই পুরনো সেনাপতি বাবর আজম এবং মহম্মদ রিজওয়ান। বিশ্রামের পর দলে ফিরে বেশ স্বচ্ছন্দই লাগছিল বাবরকে। দু’জনে ভালই খেলছিলেন। তবে ৩৭ রানে বাবর ফিরে যান। কিছু ক্ষণ পরে ফেরেন কামরান গুলাম (৫)। রান পাননি আঘা সলমনও (১২)।

রিজওয়ান (৪৪) ফিরতে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। ১১৭ রানে ৬ উইকেট চলে গিয়েছিল তাদের। সেখান থেকে দলকে টানেন বোলারেরা। শাহিন আফ্রিদি (২৪) এবং নাসিম শাহের (৪০) সৌজন্যে দুশোর গণ্ডি পেরিয়ে যায় পাকিস্তান।

অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর জন্য এই রান যথেষ্ট ছিল না। তবে পাকিস্তানের মতোই শুরুটা ভাল হয়নি অসিদের। দুই ওপেনার ম্যাথু শর্ট (১) এবং জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক (১৬) বেশি ক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ারও বড় জুটি হয় তৃতীয় উইকেটে। স্টিভ স্মিথ (৪৪) এবং জশ ইংলিস (৪৯) জুটিতে তোলেন ৮৫ রান। এই দু’জন ফেরার পর অস্ট্রেলিয়া একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে। ১৩৯ রানে ৬ উইকেট হারায়।

সেখান থেকেই দলের হাল ধরেন কামিন্স। অধিনায়কের মতোই ইনিংস খেলেন। চারটি চারের সাহায্যে ৩১ বলে ৩২ রান করে দলকে জিতিয়ে দেন।

ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা

ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন ঋদ্ধিমান সাহা। জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটার এবছরই ত্রিপুরা ছেড়ে বাংলায় ফিরেছিলেন। আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন এবারের ঘরোয়া মরশুমে বাংলার হয়ে খেলেই অবসর ঘোষণা করবেন। শোনা যাচ্ছে, অবসরের পর হয়তো বাংলার উইকেটকিপিং কোচের ভূমিকায় নতুন ইনিংস শুরু করবেন ঋদ্ধি।

রনজিতে ইতিমধ্যেই তিনটে ম্যাচ হয়ে গিয়েছে বাংলার। সামনেই কর্নাটক আর মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে তারা। তারপর গ্রুপ পর্বের শেষ দুটো ম্যাচ আবার ঘরের মাঠে খেলবেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। যদি বাংলা নক আউটে না যেতে পারে তাহলে ঋদ্ধির অবসরের শেষ ম্যাচটি হবে কলকাতাতেই। রবিবার স্যোশাল মিডিয়ায় অবসরের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে আবেগে ভেসে যান উইকেট কিপার-ব্যাটার। লেখেন, “এই মরশুমই আমার শেষ মরশুম। শেষবারের মতো বাংলার হয়ে নামতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। অবসরের আগে শেষবার রনজি ট্রফিতে নামতে চাই। আমার এই ক্রিকেট জীবনে যাঁরা পাশে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ। এই মরশুমটাকেও স্মরণীয় করে রাখতে চাই।” ঋদ্ধির এখন লক্ষ্য নিজের শেষ মরশুমে বাংলাকে রনজি চ্যাম্পিয়ন করা। সেটা যদি হয় তাহলে তাঁর অবসর আরও স্মরণীয় হয়ে থেকে যাবে। এবারের মরশুমে তিনি সাদা বলের ক্রিকেট খেলবেন না। অবসর ঘোষণা করবেন বলে এবারে আইপিএল নিলাম থেকে নিজেকে সরিয়েও রেখেছিলেন। লাল বলের ক্রিকেট থেকেই অবসর নিতে চান তিনি।

বার বার অনুরোধেও রোহিত, কোহলি ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে দূরে, নিজের ফাঁদেই পা বোর্ডের

ভারতীয় ক্রিকেটে গত কয়েক বছর ধরে নতুন একটি শব্দবন্ধের আমদানি হয়েছে, ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’। সাধারণ ভাষায়, কাজের চাপ সঠিক ভাবে পরিচালিত করা। অর্থাৎ কোনও ক্রিকেটার যদি একটানা ম্যাচ খেলতে থাকেন তাঁকে ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক বিশ্রাম দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এই প্রথারই ফয়দা তুলছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো ক্রিকেটার। কারণে-অকারণে তাঁরা ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’-এর দোহাই দেখিয়ে ম্যাচ খেলা থেকে বিরত থাকছেন। তার প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁদের পারফরম্যান্সে।

বাংলাদেশ এবং নিউ জিল্যান্ড সিরিজের আগে বোর্ড সিনিয়র ক্রিকেটারদের বার বার অনুরোধ করেছিল দলীপ ট্রফিতে খেলতে। অনেকে নিমরাজি হয়েছিলেন। ম্যাচের আগে জানিয়ে দেন, দলীপে খেলার ‘অনুপ্রেরণা’ পাচ্ছেন না। নিউ জিল্যান্ড সিরিজে দেখা গিয়েছে, যাঁরা খেলেননি তাঁরাই ব্যর্থ হয়েছেন। দলীপে খেলা ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স তুলনায় ভাল। দেশের মাটিতে ঘূর্ণি পিচ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এ দিকে ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলায় সেই পিচ চেনেনেই না রোহিত, কোহলিরা। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ল্যাজেগোবরে হচ্ছেন সাধারণ মানের বোলারের কাছেও।

সচিন, সৌরভেরা কী করতেন

২০০৭ সালের জানুয়ারির কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কঠিন সিরিজ খেলে দেশে ফিরেছিল ভারত। তার কয়েক দিনের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ ছিল। কিছু দিন বাদে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ছিল এই সিরিজে। ভারত ১০ দিনের ব্যবধানে চারটি ম্যাচ খেলেছিল নাগপুর, চেন্নাই, কটক এবং বরোদায়। ৩১ জানুয়ারি ছিল শেষ ম্যাচ। পরদিন ভারতীয় দলের চার সদস্য সচিন, সৌরভ, জাহির খান এবং অজিত আগরকর বরোদা থেকে মুম্বইয়ের বিমানে চেপে বসেছিলেন।

কারণ? ২ ফেব্রুয়ারি থেকে রঞ্জি ফাইনালে মুম্বই খেলতে নামছিল বাংলার বিরুদ্ধে। কেউই সেই সম্মানের লড়াই থেকে দূরে থাকতে চাননি। ফলে ৩১ জানুয়ারি সাদা বলের ক্রিকেটে ম্যাচ খেলার দু’দিনের মধ্যে লাল বলের ক্রিকেটে নেমে পড়েছিলেন। সচিন শতরান করেছিলেন, সৌরভ ৯০ করেছিলেন এবং জাহির বেশ কয়েকটা উইকেট নিয়েছিলেন। রঞ্জি ফাইনাল শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সচিন, সৌরভ এবং জাহিরকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচে নামতে হয়েছিল। তখনও ভারতীয় ক্রিকেটে ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’ শব্দটি আসেনি।

রোহিত, কোহলিরা কী করেন

নিউ জিল্যান্ড দলে এমন কিছু ক্রিকেটার ছিলেন যাঁরা ‘জোর’ করে দলীপে খেলা থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। তারকাদের সুবিধার জন্য বোর্ড অনন্তপুর থেকে ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে সরিয়ে আনা সত্ত্বেও খেলতে চাননি। অনুপ্রেরণার অভাব যদি প্রথম কারণ হয়, দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই সদিচ্ছার অভাব, যা কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি। ভেবেছিলেন মঞ্চে মাত করে দেবেন। ফলাফল চুনকাম। যশপ্রীত বুমরার শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তাঁকে বিরতি দেওয়া যেতেই পারত। কিন্তু কোহলি, রোহিত, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজারা ছাড় পেলেন কী ভাবে?

ভারতের প্রাক্তন ওপেনার দেবাং গান্ধী বেশ ক্ষুব্ধ। বলেছেন, “২০০০ সালে এপ্রিলের কাঠফাটা গরমের মধ্যেও সচিন মুম্বইয়ের হয়ে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে রঞ্জি সেমিফাইনাল খেলেছিল এবং দ্বিশতরান করেছিল। তার তিন দিন পরে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে নেমেছিল। সেই হায়দরাবাদ দলে ছিল মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো তারকারা। সেখানেও পঞ্চাশ এবং শতরান করেছিল। মার্চের শেষ পর্যন্ত এক দিনের ম্যাচ খেলার পরেও সচিন রঞ্জিতে পর পর দুটো ম্যাচ খেলেছিল। এটাই হল সচিন।”

ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে রোহিতদের নাক সিঁটকানোর মানসিকতা

২০১৩ সালে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে শেষ বার দিল্লির হয়ে রঞ্জি খেলেছিলেন কোহলি। সেই দিল্লি দলে বীরেন্দ্র সহবাগ, গৌতম গম্ভীর, আশিস নেহরা, ইশান্ত শর্মা এবং উত্তরপ্রদেশ দলে সুরেশ রায়না, মহম্মদ কাইফ এবং ভুবনেশ্বর কুমারেরা ছিলেন। রোহিত শেষ বার রঞ্জি খেলেছিলেন ২০১৫ সালে। তার পরে দুই ক্রিকেটার মাত্র একটি করে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। কোহলি খেলেছিলেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে ২০১৭ সালে। রোহিতও ভারত ‘এ’ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন।

অপর পক্ষে, সচিন ৩১০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন। ২০০টি টেস্ট বাদ দিলেও ১১০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। একটানা ২৪ বছর ধরে ক্রিকেট খেলেছেন। সেখানে কোহলি মোটে ৩২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। রোহিত একটু ভাল, ৬১টি ম্যাচ। সবে ১৮ বছর ক্রিকেট খেলেছেন দু’জনে। এর মধ্যেই কেরিয়ারের সায়াহ্নে।

সত্যিই কি রোহিত, কোহলিদের বাড়তি চাপ পড়ে অস্বীকার করার উপায় নেই। রোহিত, কোহলিদের মতো টানা দু’মাস আইপিএল এবং গাদা গাদা টি-টোয়েন্টি খেলতে হয়নি সচিন, সৌরভদের। রোহিত ৪৪৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। কোহলি ৩৯৯টি। দেবাংয়ের মতে, “বিশ্রাম অবশ্যই দরকার। তবে ব্যাটারদের বলি, যদি সে মনে করে ফর্মে নেই তা হলে অবশ্যই ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরা উচিত। অন্তত একটা দলীপ ম্যাচ খেলা উচিত ছিল ওদের।”

প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ আবার কোহলিদেরই পাশে। বলেছেন, “কপিল পাজি এবং সানি স্যরদের তুলনায় এখন ম্যাচের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফলে খেলোয়াড়দের শক্তি নিংড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় টেস্ট শুরুর আগে ইরানি কাপের একটা ম্যাচ খেলানো উচিত ছিল।” প্রসাদের মতে, সূচি এমন ভাবেই রাখা উচিত যাতে বড় টেস্ট সিরিজের আগে তারকা ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া যায়।

বোর্ডের কী করা উচিত

কয়েক মাস আগে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার নির্দেশ দিয়েছিল বোর্ড। তারাই আবার বিশ্রাম নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। প্রাক্তন নির্বাচক যতীন পরাঞ্জপে বলছেন, “তারকা ক্রিকেটারেরা নিজেদের নিয়ে সচেতন। মাঝেমাঝে ওদের একটা ধাক্কা দেওয়া দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয়।”

আগামী দিনে বোর্ড হয়তো টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের বাধ্যতামূলক ভাবে একটি বা দু’টি ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ খেলার নির্দেশ দিতে পারে। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত থাকে।

অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা না থাকলে আগে রঞ্জিতে খেলানো যেতেই পারে। প্রসাদের মতে, “টেস্ট সিরিজ এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি এমন ভাবেই করা উচিত যাতে দুটো একই সময়ে না হয় এবং ক্রিকেটারেরা টেস্ট সিরিজে যাওয়ার আগে একটি-দু’টি রঞ্জি ম্যাচ খেলতে পারে।”

তারকারা ব্যর্থ হতেই তুঙ্গে বিতর্ক

৬ মাস পরে টেস্ট খেলতে হবে বলে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে নামার পরামর্শ দিয়েছিল বিসিসিআই। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশে নাকি পাত্তাই দেননি রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। উলটে তাঁরা নাকি বোর্ডকে জানিয়েছিলেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার মতো উৎসাহ পাচ্ছেন না। তাই সোজাসুজি আন্তর্জাতিক স্তরের টেস্টেই খেলতে নামবেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের চুনকামের পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে মেন ইন ব্লুর পারফরম্যান্স নিয়ে। বিশেষত রোহিত-বিরাটদের মতো সিনিয়রদের রান না পাওয়া এবং খারাপ শট বাছাই নিয়ে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছে দেশজুড়ে। শোনা যাচ্ছে, এবার সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করার কথাও ভাবছে বিসিসিআই। এহেন পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক খবর প্রকাশ্যে এনেছে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা। তাদের দাবি, বোর্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেননি জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটাররা। তার ফলে কার্যত বিনা প্রস্তুতিতেই বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামতে হয়েছে তাঁদের।

মার্চ মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিল ভারত। তার ৬ মাস পরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লাল বলের সিরিজ ছিল রোহিতদের। ওই সংবাদমাধ্যমের দাবি, দীর্ঘদিনের বিরতির জেরে টেস্ট খেলতে যেন সমস্যা না হয় সেজন্যই দলীপ ট্রফির কয়েকটি ম্যাচে জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের নামতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশ মতো ঋষভ পন্থ, শুভমান গিল, সরফরাজ খান, কে এল রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, যশস্বী জয়সওয়ালরা নেমে পড়েছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। রাহুল ছাড়া বাকিরা সকলেই সাফল্য পেয়েছেন সদ্যসমাপ্ত বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড সিরিজে।

কিন্তু সূত্রের খবর, বোর্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও দলীপে খেলেননি রোহিত-বিরাটরা। তাঁরা নাকি প্রথমে দলীপে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু পরে নাম প্রত্যাহার করে নেন। জানান, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার তাগিদ অনুভব করছেন না। এই তালিকায় রয়েছে জশপ্রীত বুমরাহ এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নামও। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সোজা সিরিজ খেলতে নেমে পড়েন তাঁরা। কিন্তু চার তারকারই পারফরম্যান্স খুবই খারাপ এই দুই সিরিজে। সুনীল গাভাসকর, শচীন তেণ্ডুলকরের মতো কিংবদন্তিরাও প্রশ্ন তুলেছেন, যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই কি সিরিজ খেলেছে ভারতীয় দল? আসন্ন বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতেও কি প্রস্তুতির অভাবে বিপাকে পড়বে ভারত? উঠছে প্রশ্ন।

ভারতীয় ক্রিকেটে আবার ৫৫ বছরের পুরনো লজ্জা! নেতা পতৌদির ‘পাশে’ অধিনায়ক রোহিত

নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরে সমালোচনায় বিদ্ধ রোহিত শর্মা। তাঁর ব্যাটিং নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। স্বস্তিতে নেই অধিনায়ক রোহিতও। ৫৫ বছরের পুরনো এক লজ্জার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন তিনি।১২ বছর পর দেশের মাটিতে কোনও টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারতীয় দল। শুধু তাই নয়, এই নিয়ে দ্বিতীয় বার ভারতকে ঘরের মাঠে চুনকাম করল কোনও দল। এ সবের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও একটি লজ্জা। যা ভারতীয় দলের তো বটেই, অধিনায়ক রোহিতেরও।নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট-সহ ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে চারটি টেস্ট হারল ভারতীয় দল। প্রতিটি টেস্টেই নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত। গত ৫৫ বছরে কখনও ভারতীয় দল দেশের মাটিতে এক ক্যালেন্ডার বছরের এতগুলি টেস্ট হারেনি। শেষ বার এমন ঘটেছিল ১৯৬৯ সালে। সে বছরও মনসুর আলি খান পতৌদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ঘরের মাঠে চারটি টেস্ট হেরেছিল।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মেঘালয়ের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ-পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক ১১ বাংলাদেশি সহ ১৪ জন

শিলং, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশ পৃথক পৃথক যৌথ অভিযান চালিয়ে ১১ জন বাংলাদেশি এবং তিনজন ভারতীয় সহ মোট ১৪ জনকে আটক করেছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার ভোরে মেঘালয় পুলিশ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর ৫০ নম্বর ব্যাটালিয়ন দক্ষিণ পশ্চিম গারোপাহাড় জেলায় যৌথ অভিযান চালিয়ে সাত বাংলাদেশি নাগরিকের ভারতে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তাদের আটক করেছে।

সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানকারী দল দক্ষিণ পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত বলদামগিরি ট্রাই-জংশনে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টাকারী সাত বাংলাদেশিকে আটক করে। ধৃত সকলেই বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার বাসিন্দা। তারা যথাক্রমে আমির আলি (৩৫), মির জাহান (৪৫), বিপ্লব মিয়াঁ (৩৫), আঙ্গুর হোসেন (২০), চাঁদ মিয়াঁ (৩২), রাসেল মিয়াঁ (৩২) এবং মহম্মদ বকুল মিয়াঁ (৩৫)।

এদিকে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার অন্তর্গত ডাউকি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছেও আজ ভোরে তিন বাংলাদেশি এবং তিনজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ-এর ৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং রাজ্যের পুলিশ বাহিনী। ধৃতদের যথাক্রমে বাংলাদেশের শরবিন্দু বিশ্বাস (৩৭), রয়্যাল তালুকদার (১৭), রনি লামিন (৩৪, বাংলাদেশি দালাল), কৌসল্লা তালুকদার (৩৩, মহিলা, বাংলাদেশি), শংকর সাহা (৪৬, ভারতীয়), রণবীর সাহা (৯, ভারতীয়) এবং সোনা লিংডো (২২, ভারতীয়)। ধৃত তিন বাংলাদেশি নাগরিককে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, তারা অসমে চাকরির খোঁজে প্রবেশ করেছিল। এছাড়া তিন ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশের তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। একজন বাংলাদেশি নাগরিককে দালাল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। সে সকলের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতি বক্সনগরে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর: সোনামুড়া বক্সনগর সড়কের মতিনগর থেকে পাঁচনালিয়া যাওয়ার রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতি অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এমনটাই অভিযোগ তুলে ঠিকেদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বক্সনগরে উন্নয়নের অপর নাম দুর্নীতি চলছে। সরকারি টাকা লুটেপুটে খাচ্ছে ঠিকাদাররা। তাদের দাবি, ঠিকেদাররা রাস্তা এমন ভাবেই তৈরি করছে যে লাল মাটির উপর কালো রঙের প্রলেপ হাতে ধরলেই উঠে যাচ্ছে রং। তাছাড়া, ধরলেই বেরিয়ে আসছে লাল মাটি। আজ সাংবাদিকদের সামনে সমস্ত ঠিকেদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে এলাকাবাসীরা।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই স্মোক হাউস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে স্মোক হাউস। আজ সকালে চেলাগাঙমুখ বাজার সংলগ্ন ভুবন মোহন ত্রিপুরার বাড়িতে রাবার ব্যবসায়ী রতন দাসের অগ্নিকান্ডে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী দুইটি ইঞ্জিন। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত নিয়ে এখনো জানা যায় নি।জানা গিয়েছে, আজ সকল আটটার নাগাদ বাড়ীর মালিক ভুবন মোহন ত্রিপুরা ঘরে কাজ করার সময় সামান্য আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায়। সেই আগুন ধীরে ধীরে ভয়াবহ রুপ নেয়। গুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে দমকলের একটি ইঞ্জিনের পক্ষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় নি। খবর দেওয়া হয় অমরপুর দমকল বাহিনী। অবশেষে দুটি ইঞ্জিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বড়সড় অগ্নীকান্ডের হাত থেকে চেলাগাঙমুখ বাজারটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষাধিক টাকার উপরে হবে বলে জানান ড়ীর মালিক ভুবন মোহন ত্রিপুরা।

কর্মীদের অনুপস্থিতির কারণে শান্তির বাজার পোস্ট অফিসের পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর: সঠিকসময়ে কর্মী না আসার কারণে শান্তির বাজার পোষ্ট অফিসের পরিষেবা তলানিতে পৌঁছেছে। আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রাহকরা।

প্রসঙ্গত, বর্তমানের ডিজিটাল যুগের ফলে পোষ্টঅফিসের বিভিন্ন পরিবেষা কমেছে। বিগত দিনে পোষ্ট অফিসের কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিঠি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দিতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে ডিজিটাল যুগে ফোন করে বলে দেওয়া হচ্ছে আপনার চিঠি বা পার্সেল এসেছে পোষ্ট অফিসে এসে সংগ্রহ করে নিন।

অপরদিকে পোষ্ট অফিসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সঞ্চয় করার জন্য সকলকে বিশেষ আহব্বান করা হলেও শান্তির বাজার পোষ্ট অফিসের কর্মীদের ব্যবহারে ও সঠিক পরিষেবা প্রদান না

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব সমাজকে সমৃদ্ধ রাজ্য গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ঃ সুধাংশু দাস

কৈলাসহর, ৪ নভেম্বর।। যুব সমাজ হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। যুব সমাজকে সমৃদ্ধ রাজ্য গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আজ কৈলাসহরে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ঊনকোটি জেলাভিত্তিক যুব উৎসব ও বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীরা যাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তাদের প্রতিভা রাজ্যে ও জাতীয়স্তরে তুলে ধরতে পারে সেই লক্ষ্যেই যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রতিভার কোন অভাব নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি বিজ্ঞান মডেল পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, জিলা পরিষদ সদস্য শ্যামল দাস, বিমল কর, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমিত কুমার যাদব। যুব উৎসবে মোট ১২টি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগে জেলার বিজয়ীরা রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব ও বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করবে।

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ নভেম্বর: ফের অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে এক বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। তার নাম জসিম মিয়া। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার মধুপুর সীমান্ত এলাকায়।দুই দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের সময় জসিম মিয়া নামে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করল বিএসএফ(৪৭), বাবার নাম সরু মিয়া। তার বাড়ি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার অন্তর্গত কালতা দিঘীরপাড় এলাকায়।জানাযায় সীমান্তের দালাল চক্রের সাথে প্রায় সময়ই জসিম মিয়া তারকাটা বেড়া ডিঙ্গিয়ে এইপারে এসে অবৈধ পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে মধুপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশের সময় জসিম মিয়াকে গ্রেফতার করে বিএসএফ। পরবর্তী সময়ে তাকে মধুপুর থানার পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার দুপুরে ধৃত বাংলাদেশী নাগরিককে বিশালগড় মহকুমা আদালতে প্রেরণ করে মধুপুর থানার পুলিশ।

এদিকে, ফের বিএসএফ - এর অভিযানে ৫ বাংলাদেশী নাগরিক ও ৩ জন ভারতীয় নাগরিক সহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জলকুম্ভ থেকে বিএসএফ এবং সাব্রুম থানার যৌথ অভিযানে এই আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার।তিনজন ভারতীয় নাগরিককে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় আটক করা হয়েছে, তারা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়ার বাসিন্দা।মেসিকে আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের জগন্নাথ, রামগড় থানার অন্তর্গত খাগড়াছড়ির জগন্নাথ গ্রামের বাসিন্দা। তাদেরকে আটক করে তদন্ত অব্যাহত রাখা হয়েছে।

"রেভা" এর উদ্যোগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র প্লে স্কুলে উন্নীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর: " রেভা" এর উদ্যোগে সোমবার চান্দাইন্নামুড়া আগরতলার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র প্লে স্কুলে উন্নীত করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনী উপস্থিত ছিলেন এএমসি -এর জোনাল চেয়ারপারসন প্রদীপ চন্দ, শিশু উন্নয়ন কর্মকর্তা সুস্মিতা চাকমা, সেক্টর সুপারভাইজার প্রসূন কান্তি চাকমা, সহ অন্যান্যরা।

মূলত অঙ্গনওয়াড়িতে এই প্লে স্কুল বাস্তবায়নের পেছনে মূল কারণ হলো প্লে স্কুলগুলি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে শিশুদের সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখ্য রেভা একটি নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন। মূলত ২০১৮ থেকে কাজ শুরু করেছিল। মূলত ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে লিপ্ত থাকে এই সংগঠন।

আগামীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে প্লে স্কুলে উন্নীতকরণ করা, প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা, এবং সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।।

ভাইফোঁটা দিতে যাওয়ার পথে ষাটোর্ধ মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

মেমারি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত বেগুট এলাকায় ভাইফোঁটা দিতে যাওয়ার পথে ষাট বছরের এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। রবিবার ভোরে ঘটনার শিকার হওয়া ওই মহিলা তার ভাইকে ফোঁটা দিতে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তবে পথে দুই যুবক সদানন্দ মল্লিক এবং অর্ঘ্য ধরা তাকে আটকায় এবং জোর করে পুকুর পাড়ের এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

মহিলার চিৎকারে এলাকার লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজনকে আটক করতে সক্ষম হন। অন্য অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও, মেমারি থানার পুলিশ পরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

ধৃতদের সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পাশাপাশি নির্যাতিতার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। এই নৃশংস ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয়রা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি সদর শহর জেলার সক্রিয় সদস্যতা এবং সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর: ভারতীয় জনতা পার্টি সদর শহর জেলার সক্রিয় সদস্যতা এবং সাংগঠনিক নির্বাচনের বিষয় নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় হাপানিয়া বেসরকারি হোটেলে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা।

দেশব্যাপী সাংগঠনিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্য বিজেপির সদস্যতা অভিযান অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যে ১২ লক্ষ সংগঠনের সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখনো লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। নেতারা সদস্যতা অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। সদর শহর জেলার সক্রিয় সদস্যতা এবং সাংগঠনিক নির্বাচন বিষয় নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় হাপানিয়া বেসরকারি হোটেলে। সদস্যপদ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য এদিন বিষয়ে আলোচনা হয়।

কংগ্রেসের উদ্যোগে যোগদান কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ নভেম্বর: কংগ্রেস দলের সভায় সিপিআইএম দল ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করলেন ভোটাররা।

গৌরনগর ব্লকের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সাত নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস দলের উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিধায়ক বীরজিত সিনহা ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৪৬জন ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগ দান করেন। কংগ্রেসে যোগদানকারীদের কংগ্রেসে গ্রহন করেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পালকে ভাইফোঁটা দিলেন মহিলা মোর্চার সদস্যারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর: সুর্যমনিনগর মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে সোমবার ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন এলাকার মহিলারা উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পালকে ফোঁটা দিয়ে উনার মঙ্গল কামনা করেন।

ভাইবোনের অটুট বন্ধনের উৎসব হল ভাই ফোঁটা। তিথি অনুযায়ী গতকাল ভাই ফোটা হলেও সনাতনীরা সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব পালন করেন। সেই অনুযায়ী সোমবার ১৮ সূর্য্যমনিনগর মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিন এলাকার মহিলারা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পালকে ভাইফোঁটা দিয়ে উনার মঙ্গল কামনা করেন। পাশাপাশি উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পালও বোনদের উপহার হিসেবে শাড়ি কাপড় তুলে দেন। এবং তাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকার বার্তা দিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

বিধায়কের বাসভবনে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ভাই ফোঁটার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ নভেম্বর: সোমবার বিশালগড় মন্ডলের বিভিন্ন এলাকার মহিলা মোর্চার বোনেরা এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেবের বাড়িতে গিয়ে ভাইফোঁটা উৎসব পালন করেন। এই দিন সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা বিধায়কের বাড়িতে এসে বিধায়কের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মঙ্গল কামনা করেন।

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব পালিত হয়। এইদিন সব বোনেরা ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করেন। পুরাণে কথিত আছে সূর্য্যদেবের কন্যা যমুনা এইদিনে ভাই যমদেবের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে যমদেব বোন যমুনা কে বরদান দেন এই তিথিতে যে বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবেন তাদের কখনো অকাল মৃত্যু হবে না। তখন থেকেই এই প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে।পৃথিবীর এক পবিত্র সম্পর্ক ভাই বোনের সম্পর্ক।

এই প্রসঙ্গে বিশালগড় মন্ডলের মহিলা মোর্চার সদস্যরা বলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব নিজ বিধানসভার প্রত্যেক এলাকাবাসীর সুখে দুঃখে পাশে থাকেন। একজন অভিভাবকের মতো প্রত্যেকটা অসহায় মা বোনকে সাহায্যে করার উনার যে উন্নত চিন্তাধারা।তাছাড়া শুধু নারী জাতিকে সম্মান প্রদর্শন করা নয় তাদের প্রশাসনিক স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে চিন্তাধারা তা সত্যি অসাধারণ।তাই বিধায়কের সুস্বাস্থ্য,সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা বিধায়কের বাসভবনে এসে ভাইফোঁটা উৎসব পালন করেন।

নিষেধাজ্ঞা না মেনে বিকট শব্দে ডিজে'র তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর : হাইকোর্ট থেকে উচ্চস্বরে ডিজে বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। তাই দুর্গাপূজার সময়ও সেই নিষেধাজ্ঞা রক্ষা করতে আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কালীপূজায় ডি জে'র তান্ডব দেখেও পুলিশের সেই তৎপরতা ছিলো না।

গত শনিবার থেকেই উচ্চস্বরে ডি জে নিয়ে শহরজুড়ে প্রতিমা নিয়ে আসা থেকে বিসর্জনের জন্য দশমি ঘাটের উদ্দেশ্যে যেতে দেখা গিয়েছে একাধিক ক্লাবকে। এমনকি বেশ কিছু বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার পূজার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নিষেধাজ্ঞা জারি থাকতেও ডিজে বাজানোর বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো ভূমিকা দেখা যায় নি।

এদিকে রবিবার রাতে, ডি জে'র তান্ডবের অভিযোগ পেয়ে টনক নড়ে পুলিশের। শ্যামা মায়ের প্রতিমা ভাসান দিয়ে ফেরার পথে উচ্চ শব্দ সহ গাড়িটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থা দেখে পশ্চিম থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হলে রামনগর এলাকা থেকে একটি ডিজে মেশিন গাড়িসহ আটক করা হয়। গাড়িতে চালক সহ পূজা কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যায় এবং গাড়ি সহ ডিজে বক্স বাজেয়াপ্ত করে।

পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্ত সত্যব্রত দে এবং ননী গোপাল দে'র বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। কাল তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান তিনি।

রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতি বক্সনগরে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর: সোনামুড়া বক্সনগর সড়কের মতিনগর থেকে পাঁচনালিয়া যাওয়ার রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতি অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এমনটাই অভিযোগ তুলে ঠিকেদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বক্সনগরে উন্নয়নের অপর নাম দুর্নীতি চলছে। সরকারি টাকা লুটেপুটে খাচ্ছে ঠিকাদাররা। তাদের দাবি, ঠিকেদাররা রাস্তা এমন ভাবেই তৈরি করছে যে লাল মাটির উপর কালো রঙের প্রলেপ হাতে ধরলেই উঠে যাচ্ছে রং। তাছাড়া, ধরলেই বেরিয়ে আসছে লাল মাটি। আজ সাংবাদিকদের সামনে সমস্ত ঠিকেদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে এলাকাবাসীরা।

সীমান্তে বিএসএফের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভিযোগ ফসল কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে গণস্বাক্ষর

বসিরহাট, ৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সরুপনগর ব্লকের বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের জমির ফসল কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে বিএসএফের বিরুদ্ধে। সীমান্তের আমুদিয়া অঞ্চলের কৃষকরা জানিয়েছেন, তাদের জমিতে ধানসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা। কিন্তু সম্প্রতি তারা লক্ষ্য করেছেন, রাতের অন্ধকারে জমির একাংশে ধানসহ বিভিন্ন ফসল নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়েছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা অভিযোগ করেছেন, সীমান্ত রক্ষার নামে বিএসএফ তাদের জমির ফসল কেটে ফেলে যাচ্ছে। এমনকি এই অভিযোগ নিয়ে সরাসরি ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসারের কাছে গেলে তারা কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে বিএসএফ এই ফসল কেটে দিয়েছে। তবে সীমান্তের কৃষকরা এ ধরনের যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, এ অঞ্চলের প্রায় ৫০০০ কৃষক বিভিন্ন মরশুমি ফসল চাষ করে সারা বছরের আয় উপার্জন করেন। তাদের এই আয় দিয়ে একদিকে সংসার চালানো, সন্তানদের পড়াশোনা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হয়। এমন অবস্থায়, ফসল কেটে নেওয়ায় তাদের জীবিকা নিয়ে বড় ধ্বনের সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযোগ জানাতে, স্থানীয় কৃষকরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিকুন নাহারের কাছে আবেদন করেন। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সরূপনগর থানাতেও বিষয়টি জানানো হবে এবং বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান তিনি।

এই বিষয়ে সীমান্তের কৃষক মোস্তফা গাজী ও সেরিনা বিবি জানান, তাদের জমিতে চাষ করতে গেলে বিএসএফ বাধা দেয় এবং ফসল কেটে ফেলার হুমকি দেয়। কৃষকদের অভিযোগ, তারা বারবার এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।তবে এ বিষয়ে বিএসএফ কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

অপারেশন আমানত - পূর্ব রেলের সাফল্যে হারানো জিনিস পুনরুদ্ধার, যাত্রীরাও খুশি

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : পূর্ব রেলের তরফে রেল সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত আরপিএফ পরিচালিত 'অপারেশন আমানত' - কর্মসূচিতে ব্যাপক সাফল্য। জনসংযোগ দফতরের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এক বার্তায় তিনি জানান, ট্রেনে ফেলে যাওয়া মূল্যবান সামগ্রী ফিরে পাওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। এমনটাই দাবির অন্যতম কারণ, পূর্ব রেলের রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সর্বদা ট্রেনের কামরাগুলিতে নজর রাখে। তা সে স্টেশনে দাঁড়ানো কিংবা চলার পথে যাই হোক না কেন। আরপিএফ শুধু যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাই নয়, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রতিও সর্বদা নজর রাখে। কোনও পরিত্যক্ত লাগেজ মিললে, তবে সেই লাগেজটির মালিক খুঁজে বের করার চেষ্টা থাকে। তৎক্ষণাৎ মালিককে না পাওয়া গেলে, আরপিএফ সেই জিনিসপত্র তাদের হেফাজতে নিয়ে রাখে এবং মালিকের সন্ধান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধার করা লাগেজ মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। পূর্ব রেলের আরপিএফ 'অপারেশন আমানত' অভিযান বিগত মাসে মোট ৩৬৫ টি লাগেজ উদ্ধার করেছে। যার মোট আর্থিক মূল্য ৪৬,৪৩,৩৭৪ টাকা। এর মধ্যে, হাওড়া ডিভিশনে ১৫৪টি, শিয়ালদহ ডিভিশনে ১০৯টি, মালদা ডিভিশনে ৩৮টি এবং আসানসোল ডিভিশনে ৬৪টি লাগেজ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারের পর জিনিসপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ব রেলের আরপিএফ হাওড়া, বর্ধমান, শিয়ালদহ, কলকাতা, বনগাঁ, আন্দুল ও আসানসোল স্টেশনে গতকাল বিভিন্ন ট্রেনে ও রেল স্টেশন চত্বরে আরও ১০টি ব্যাগ উদ্ধার হয়। যথাযথভাবে যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের পর সেগুলি সংশ্লিষ্ট প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, পূর্ব রেলের আরপিএফ - তৎপরতা যাত্রীদের প্রতি তাদের সহানুভূতির পরিচয় বহন করে। কারণ যাত্রীদের জিনিসপত্র ফিরে পেতে আরপিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আরপিএফ-এর এই তৎপরতায় যাত্রীরা সন্তুষ্ট।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।